ইংরেজী ১৮৫৩ শালের

আইন।

ইংরেজী ১৮৫৩ শাল। ৪ ফিব্রুআরি।

ইংরেজী ১৮৫৩ শালের ২ আইন।

ভূম্যধিকারি কি তাঁহারদের গোমাশতা অথবা সরবরাহ কারেরদের যে সরকারী ও পোলীসের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয় ও যে সরকারী খরচ দিতে হয় তৎসম্পর্কে এ দেশীয় লোকেরা যে২ আদালতের অধীন আছে শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর সকল প্রজার সেই২ আদালতের অধীন হওনের যোগ্যতার বিষয়ে যে সন্দেহ আছে তাহা ভঞ্জনের আইন।

যেহেতুক ১৮৩৭ সালের ৪ আইনের শক্ত্যনুসারে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন প্রজা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন ভাগে ভূমি সম্পত্তি অথবা ভূমিসংক্রান্ত কোন লাভ চির কালের জন্যে কিম্বা কোন মিয়াদের নিমিত্তে পাইতে ও দখল করিতে পারেন, এবং যেহেতুক ঐ ভূমি দখল করণ সম্পর্কে যে সকল সরকারী ও পোলীসের কার্য্য করিতে হন তাহা করাওনের কিম্বা ঐ ভূমির উপর কি তৎসম্পর্কে যে সরকারী খরচ ও কর দেয় হয় তাহা দেওয়াইবার বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরা যে আদালতের অধীন আছে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে সকল প্রজা ভূমিসম্পত্তি অথবা ভূমি সংক্রান্ত কোন লাভ প্রাপ্ত হন কি দখল করেন অথবা ঐ সম্পত্তির মোখতারী কি সরবরাহ কার্য্য করেন তাঁহারা ও সেই আদালতের অধীন কি না এই বিষয়ে সন্দেহ

জন্মিয়াছে, এবং যেহেতুক ইহা যথার্থ ও উচিত আছে যে যে সকল ব্যক্তি ঐ ভূমিসম্পত্তি দখল করিতে অথবা তাহার গোমাশ্তাগিরী কি সরবরাহ কর্ম্ম করিতে উচিত বোধ করেন তাঁহারা ঐ ভূমিসংক্রান্ত যে সকল সরকারী ঝুঁকী ও কার্য্য আছে তাহার বিষয়ে দায়ী হন এবং তাহা করিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করিলে এদেশীয় লোকেরা যে আদালতের অধীন আছে সেই আদালতের অধীন হন, অতএব নীচের লিখিত মতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল।

১ ধারা। উক্ত দেশের কোন ভাগে যে কেহ কোন ভূমিসম্পত্তির বা ভূমিসম্পর্কীয় কোন লাভের, চিরকালের জন্যে বা কোন মিয়াদের নিমিত্তে, স্বামী বা দখীলকার কি ইজারদার হন অথবা ঐ রূপ কোন সম্পত্তির গোমাশ্তা বা সরবরাহকার হন, তিনি ঐ সম্পত্তির স্বামী কি দখীলকার অথবা তাহার গোমাশ্তা কি সরবরাহকার স্বরূপ, যে কোন সরকারী খরচ বা করের কিম্বা পোলীসসংক্রান্ত বা নিমক কি আফীমের রাজস্ব সংক্রান্ত কোন কার্য্যের বা সরকারী কোন কার্য্যের বিষয়ে দায়ী হইতেন সেই সরকারী খরচ প্রভৃতির দায়হইতে আপনার জন্মস্থান বা বংশপ্রযুক্ত মুক্ত হইবেন না ইতি।

২ ধারা। যে ব্যক্তি ঐরূপ কোন সরকারী খরচ কি কর না দেন অথবা পূর্ব্বোক্ত কোন কর্ত্তব্য কার্য্য না করেন কিম্বা তাহা করণেতে ত্রুটি কি কুকর্ম্ম করেন এইমত প্রত্যেক জনের যেখানে জন্মস্থান হউক বা তিনি যে বংশ্য হউন তিনি এদেশজাত ব্যক্তি হইলে যে আইন ও নিয়ম ও কার্য্য ও আদালতের অধীন হইতেন সেই আইন প্রভৃতির অধীন হইবেন ইতি।

জে, পি, গ্রান্ট।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি।
JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

ইংরেজী ১৮৫৩ শাল। ১৫ আপ্রিল।

ইংরেজী ১৮৫৩ শালের ৬ আইন।

মালগুজারির বাকীর বিষয়ের সরাসরী মোকদ্দমা এবং পত্তনি তালুক ও বিক্রয়ের যোগ্য অন্যান্য অধিকারের নীলাম এবং খাজনার বিষয়ে সরাসরী ডিক্রীজারী করণার্থে ভূমির নীলামের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে মালগুজারির বাকি অথবা তাহা অন্যায়েতে তহসিল করণের বিষয়ি সরকারী মোকদ্দমা অথবা দাওয়ার শুননি ও নিষ্পত্তি করণের ভার জিলা অথবা শহরের জজ সাহেবের স্থানহইতে উঠাইয়া লওয়া গেল এবং নানা জিলার

ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইল। এবং যে-হেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের দ্বারা ঐ দেশের চলিত ১৮১৯ সনের ৮ আইন এবং ১৮২০ সালের ১ আইন ক্রমে পত্তনি তালুক ও বিক্রয়যোগ্য অন্যং অধীকারের নীলাম করণের ভার এবং ঐ নীলামের পূর্ব্বে অথবা তৎসম্পর্কে অন্য যেং কর্ম্ম করিতে হয় তাহা করণের ভার ভূমির মালগুজারির কালেক্টর কি ডেপুটী কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা ঐ কালেক্টর অথবা ডেপুটা কালেক্টরের প্রধান আসিষ্টান্ট সাহেবকে অর্পণ হইল এবং ঐ আইনের নির্দ্দিষ্ট মতে আপিল হইতে পারিত। এবং যেহেতুক খাজানার বিষয়ি সরাসরী ডিক্রী জারীক্রমে ভূমি নীলাম করণের যে ক্ষমতা ইহার পূর্ব্বে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের প্রতি ছিল সেই ক্ষমতা ১৮৩৫ সালের ৮ আইনানুসারে ভূমির মালগুজারির কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইল এবং এই মত হুকুম হইল যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে খাজানাবাকী উসুল করিবার সকল নীলাম কালেক্টরসাহেব কি তাঁহার ডেপুটী সাহেব কি তাঁহার রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আসিষ্টান্ট সাহেবেরদ্বারা নির্ব্বাহ হইবে এবং জিলা অথবা স্থানীয় আদালতের কাছারিতে এবং কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে ইশ্‌তিহারনামা লট্‌কাইয়া ঐ প্রকার নীলামের বিষয়ে দশ দিবসের এত্তেলা দেওয়া যাইবেক এবং যেহেতু ১৮৫০ সালের ২৫ আইন এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৬ ধারার ১ প্রকরণের দ্বারা মতান্তরহওয়া এবং ঐ ১৮৫০ সালের ২৫ আইনের দ্বারা পরিবর্ত্তহওয়া বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারা ১৮৩৫ সালের ৮ আইনানুসারে হওয়া নীলামের বিষয়ে খাটান বিহিত হইয়াছে। এবং যেহেতুক যে গতিকে কোন এক কালেক্টর সাহেবের জিলা অথবা অন্য প্রদেশে স্থিত ভূমি এক সম্পূর্ণ মহালের অংশ হয় এবং সেই সমুদয় মহালের মালগুজারি অন্য জিলা বা প্রদেশের কালেক্টর সাহেবকে দেওয়া যায় সেই গতিকে উক্ত সকল আইনের দ্বারা যে ক্ষমতা নিবর্ত্ত পরিবর্ত্ত হইল সেই ক্ষমতানুসারে কাহার কার্য্য করিতে হইবেক এই বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতে পারে অতএব ঐ সকল সন্দেহ ভঞ্জনার্থে এবং আরো যেং গতিকে ভূমি কোন স্বাধীন ডেপুটা কালেক্টর সাহেবের জিম্মায় করা প্রদেশের মধ্যে থাকে এবং যেং গতিকে পত্তনি তালুকের অথবা অন্য অধিকারের একমোট খাজনা ধার্য্য আছে কিন্তু সেই ভূমি দুই বা ততোধিক কালেক্টর সাহেবের এলাকার মধ্যে আছে সেইং গতিকে ঐ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে কোন ২ কর্ম্মকারকের শক্তি আছে তাহা নির্ণয় করণার্থে এবং ইহার পূর্ব্বে সেইরূপ যে কোন নিষ্পত্তি কি ভূমির নীলাম হইয়াছিল তাহা অপ্রকৃত জিলার কর্ম্মকারকের

দ্বারা হইয়াছে বলিয়া অসিদ্ধ জ্ঞান না হওনের জন্যে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা। যে২ ভূমির উক্ত প্রকারে কোন নীলাম হয় তাহা অথবা যে২ ভূমির খাজনার বিষয়ে উক্ত প্রকার মোকদ্দমা হয় সেই সকল ভূমি যদি একি কালেক্টর সাহেবের এলাকার মধ্যে থাকে তবে ঐ কালেক্টরীর কালেক্টর সাহেব ঐ নীলাম নির্ব্বাহ করিবার অথবা ঐ মোকদ্দমা শুনিবার ও নিষ্পত্তি করিবার উপযুক্ত কালেক্টর হন। যদি কোন তালুক বা অধিকারের জমী দুই বা ততোধিক কালেক্টরীর মধ্যে থাকে কিম্বা যদি দুই বা ততোধিক কালেক্টরীর মধ্যস্থিত কোন ভূমি একি পাট্টা অথবা বন্দোবস্তক্রমে কি মোট একি জমাক্রমে ধার্য্য হইয়াছে তবে যে কালেক্টর সাহেবের কালেক্টরীর মধ্যে ঐ ভূমির অধিকাংশ থাকে সেই কালেক্টর সাহেব ঐ তালুক কি অধিকার অথবা সেইরূপ ভূমির নীলাম নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত কালেক্টর হন এবং তাহার বাবৎ কোন বাকী খাজানার অথবা তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের বিষয়ে কোন সরাসরী মোকদ্দমা হইলে তাহাও তিনি শুনিবেন ও নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

২ ধারা। পূর্ব্বোক্ত কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করা যায় যদি আপনার কালেক্টরীর মধ্যে সেই ভূমি কি তাহার অধিকাংশ থাকনের বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ হয় তবে তিনি যে বোর্ডের অধীনে থাকেন সেই বোর্ডের হুকুম পাইবার জন্যে তথায় সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন এবং যদি ঐ বোর্ড তাঁহাকে সেই বিষয় নির্ব্বাহ করিতে হুকুম করেন তবে ঐ হুকুম তাঁহার এলাকার বিষয়ে চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৩ ধারা। এই আইনের মধ্যে "কালেক্টরী" এই কথা যে জিলা অথবা অন্য প্রদেশে কালেক্টর নিযুক্ত হন তাহা বুঝাইবেক এবং ঐ জিলা অথবা প্রদেশের সীমার বাহিরে যে কোন ভূমি থাকে তাহা ঐ কালেক্টরীর কালেক্টর সাহেবকে যে মহালের মালগুজারী দেওয়া যায় তাহার এক অংশ হওনপ্রযুক্ত ঐ কালেক্টরীর মধ্যস্থিত আছে এইমত বোধ হইবেক না ইতি।

৪ ধারা। কালেক্টর সাহেব আপন কালেক্টরীর মধ্যে যে প্রকারে ও যে পর্য্যন্ত কালেক্টরের ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারেন স্বাধীন ডেপুটী কালেক্টর সাহেবও সেই প্রকারে ও সেইপর্য্যন্ত আপন ডেপুটী কালেক্টরীর মধ্যে কালেক্টরের যে ক্ষমতা ও এলাকা প্রাপ্ত হন তদনুসারে কার্য্য করিতে পারেন। এবং ঐ ক্ষমতা ও এলাকার কার্য্য সম্পর্কে তাঁহার ডেপুটী কালেক্টরী এক কালেক্টরী স্বরূপ জ্ঞান হইবেক এবং তিনি এই আইনের অর্থের মধ্যে কালেক্টর জ্ঞান হইবেন ইতি।

৫ ধারা। গবর্ণমেন্ট যে কার্য্যকারককে কালেক্টরের অধীন না হইয়া ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করেন, তাঁহার কাছারী মালগুজারী আদায়ের কাছারী হউক কি না হউক, তিনিই স্বাধীন ডেপুটী কালেক্টর। গবর্ণমেন্ট যে সীমার মধ্যে কোন স্বাধীন ডেপুটী কালেক্টর সাহেবকে কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করেন তাহাই ডেপুটী কালেক্টরী হয় ইতি।

৬ ধারা। পূর্ব্বোক্ত আইনমতে যখন কোন স্বাধীন ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের দ্বারা নীলাম হইবেক তখন উক্ত আইন মতে কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে যে কোন এস্তেহার লট্কাইবার হুকুম আছে তাহা ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে লট্কান যাইতে পারে ইতি।

৭ ধারা। স্বাধীন ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের কাছারী আপন ডেপুটী কালেক্টরীর মধ্যে যে কোন স্থানে থাকে কি কয়া যায় তিনি আপনার ডেপুটী কালেক্টরীর কোন অংশের উপর আপনার প্রতি অর্পিত ক্ষমতানুসারে খোলা কাছারীতে কার্য্য করিতে পারেন ইতি।

৮ ধারা। পূর্ব্বোক্ত আইনক্রমে যে কোন এস্তেহার জিলার আদালতের কি স্থানীয় আদালতের কাছারীতে ইশ্তিহারনামা লট্কাওনের দ্বারা দেওয়া যাইবার হুকুম আছে সেই এস্তেহার যে ভূমি নীলাম হইবেক তাহা কিম্বা বিষয় বিশেষে তাহার অধিকাংশ যে জিলার আদালতের কি স্থানীয় আদালতের এলাকার শামিল থাকে সেই আদালতে লট্কান যাইবেক ইতি।

৯ ধারা। এই আইন জারী হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত কোন আইনানুসারে অথবা পূর্ব্বোক্ত আক্ট অনুসারে পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করণেতে যে কোন হুকুম কি নিষ্পত্তি কি নীলাম হইয়াছে তাহা যে কালেক্টর কিম্বা ডেপুটী কালেক্টর সাহেব কিম্বা অন্য কর্ম্মকারক করিয়াছেন তিনি উপযুক্ত জিলার কালেক্টর কি ডেপুটী কালেক্টর কিম্বা কর্ম্মকারক ছিলেন না বলিয়া কিম্বা যে কাছারীতে ঐ নীলামের এস্তেহার দেওয়া গিয়াছিল সেই কাছারী উপযুক্ত জিলার কাছারী ছিল না বলিয়া তাহার বিষয়ে কোন বিবাদ হইতে পারিবেক না ও তাহা অসিদ্ধ জ্ঞান হইবেক না। কিন্তু যদি এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে ঐ হুকুম কি নিষ্পত্তি কি নীলামের সিদ্ধতার বিষয়ে আপত্তি করণার্থে মোকদ্দমার কার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে তবে সেই বিষয়ে বিবাদ হইতে পারে ও তাহা অসিদ্ধ জ্ঞান হইতে পারে ইতি।

১০ ধারা। ১৮৫০ সালের ২৫ আইন এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৬ ধারার ১ প্রকরণ যেপর্য্যন্ত ঐ ১৮৫০ সালের ২৫ আইনের দ্বারা পরিবর্ত্তন না হইয়াছে সেই পর্য্যন্ত ঐ ১ প্রকরণের দ্বারা মতান্তর করা বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারা

১৮৩৫ সালের ৮ আইনানুসারে সকল নীলামের বিষয়ে ইহার দ্বারা খাটান গিয়াছে ইতি।

জে, পি গ্রান্ট।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি।
JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

ইংরেজী ১৮৫৩ শাল। ১৫ আপ্রিল।

ইংরেজী ১৮৫৩ শালের ৭ আইন।

চড়াউ করণ এবং বল পূর্ব্বক প্রবেশ করণ ও বল পূর্ব্বক যে ক্ষতি ফেলোনি না হয় এমত অন্য প্রকার অপরাধ করণের মোকদ্দমার তৃতীয় জর্জ বাদশাহের ৫৩ বৎসরীয় আইনের ১৫৫ অধ্যায়ের ১০৫ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের যে ক্ষমতা আছে তাহা বৃদ্ধি করণেব আইন।

যেহেতুক তৃতীয় জর্জ বাদশাহের অধিকারের ৫৩ বৎসরে জারীহওয়া আইনেব দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইহাবো হুকুম হইযাছিল যে ভারত বর্ষ কিম্বা ঐ আইনের মধ্যের নির্দ্দিষ্ট স্থান এবং কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই শহরের বাহিরের স্থাননিবাসি ভারতবর্ষজাত কোন লোকের উপর কিম্বা তাহার সম্পত্তির উপব ব্রিটনীয় কোন প্রজাকর্ত্তৃক কোন চড়াউ কিম্বা বলপূর্ব্বক প্রবেশ কিম্বা ফেলোনি না হইয়া বলপূর্ব্বক অন্য কোন ক্ষতি হইয়াছে কথিত হইলে ভারতবর্ষজাত ঐ ব্যক্তি ঐ কথিত অপবাধী যে জিলাতে কি প্রদেশে বাস করে কিম্বা ঐ অপরাধ যে জিলার কি প্রদেশের মধ্যে হইয়াছে তাহার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে এমত চড়াউ কি বলপূর্ব্বক প্রবেশ কিম্বা ফেলোনি না হইযা বলপূর্ব্বক অন্য ক্ষতিব বিষয়ে নালিশ করিতে পারে এবং তাহার বিষয়ে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ঐ আইনেব নির্দ্দিষ্ট শক্তি ও ক্ষমতা থাকিবেক। এবং যেহেতুক ভারতবর্ষেব মধ্যনিবাসি ভারতবর্ষজাত লোকেরা উক্ত আইনের পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে নালিশ করিলেও আপনারদের জন্মস্থানেব বিষয়ে প্রমাণ দিতে অক্ষম হওনাপ্রযুক্ত ঐ আইনানুসারে তাঁহারদের প্রতিকার পাইবার বাধা হইতে পারে। এবং যেহেতুক উক্ত কলিকাতা বা মান্দ্রাজ শহর কি বোম্বাই কি কোলাবা উপদ্বীপ অথবা পুলোপিনাঙ্ক কি সিংহপুর বা মালাকার বসতির স্থানভিন্ন কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যের কোন স্থানে ভারতবর্ষজাত হউন বা না হউন কোন ব্যক্তিব কি তাঁহার সম্পত্তির উপর যে চড়াউ কিম্বা বলপূর্ব্বক প্রবেশ কিম্বা ফেলোনি না হইয়া বলপূর্ব্বক অন্য যে কোন প্রকার ক্ষতি করা যায় তাহার বিষয়ে ১৮৪৩ সালের

৪ আইনের দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইনের পূর্ব্বোক্ত বিধান খাটান বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিত মতে হুকুম হইল।

১ ধারা। তৃতীয় জর্জ বাদশাহেব ৫৩ বৎসরীয় উক্ত আইন এবং ১৮৪৩ সালের ৪ আইনের বিধান যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তির কি তাঁহার সম্পত্তির উপর চড়াউ কি বলপূর্ব্বক প্রবেশ করণের কিম্বা ফেলোনি না হইয়া বলপূর্ব্বক অন্য প্রকার ক্ষতি করণের বিষয়ে খাটে সেই পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়া উক্ত কলিকাতা বা মান্দ্রাজ শহর কিম্বা উক্ত বোম্বাই কি কোলাবা উপ-দ্বীপ অথবা পুলোপিনাঙ্গ কি সিংহপুর বা মালাকার উক্ত বসতির স্থানভিন্ন কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের অন্য কোন স্থানে কোন ব্রিটনীয় প্রজা কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উত্তর কালে যে কোন চড়াউ কিম্বা বলপূর্ব্বক প্রবেশ কিম্বা ফেলোনি না হইয়া অন্য কোন প্রকার ক্ষতি কোন ব্যক্তির বা তাঁহার কোন সম্পত্তির উপর করা যায় তাহার বিষয়ে ইহার দ্বারা খাটান গেল ইতি।

২ ধারা। কোন জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা আইনমতে মাজিষ্ট্রে-টের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে কোন ব্যক্তির যে প্রদেশে ক্ষমতা থাকে সেই প্রদে-শের মধ্যে উক্ত প্রকার যে কোন অপরাধ উত্তর কালে করা যায় তাহার বিষয়ে জিলা কিম্বা প্রদেশের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতাক্রমে ঐ জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি আইনমতে কার্য্য করিতে পারি-বেন ইতি।

জে, পি, গ্রান্ট।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারি।
JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator*

ইংরেজী ১৮৫৩ শাল। ২২ আপ্রিল।

নীচের লিখিত আইন ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের সম্মুখে অদ্য অর্পণ করা যায়। ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ আইন অবিলম্বে জারী করিতে ইচ্ছুক হইয়া

নির্দ্ধারণ করিলেন

যে ব্যবস্থাপক ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের সম্মুখে যে দিবসে কোন আইনের মুসাবিদা অপণ করা যায় তাহার পর অতি ন্যূন এক সপ্তাহ গত না হইলে যে বিধান ক্রমে তাহা প্রকাশ করা যাইবেক না এবং যেং বিধানক্রমে হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সকল আক্ট প্রথমবার পাঠ করা যাইবার তারিখের পর দুই মাস কিম্বা তিন মাস গত হইলে তাহা দ্বিতীয়বার পাঠ হইবার জন্যে উপস্থিত করা যাই-

রেক সেই২ বিধান নীচের লিখিত প্রস্তাবিত আইনের বিষয়ে স্থগিত হয় এবং তাহা একেবারে আইনস্বরূপ জারী করা যায়।

ইংরাজী ১৮৫৩ শালের ৯ আইন।

১৮৫৩ সালের ৬ আইন সংশোধনের আইন।

ইহার দ্বারা হুকুম হইল যে যে কোন স্থলে বিক্রয়যোগ্য কোন অধিকারের নীলাম হইবার দরখাস্ত বাঙ্গলা সন ১২৬০ সালের বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে অর্পণ করা গিয়াছিল অথবা যে কোন স্থলে উক্ত আইন জারী হওনের সময়ে কোন মোকদ্দমার কার্য্য উপস্থিত ছিল সেই২ স্থলে ১৮৫৩ সালের ৬ আইনের ১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮ ধারা খাটিবেক না।

জে, পি, গ্রান্ট।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি।
JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

ইংরেজী ১৮৫৩ শাল। ১৫ জুলাই।

ইংরেজী ১৮৫৩ শালের ১০ আইন।

১৮৩৬ সালের ২২ আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক ১৮৩৬ সালের ২২ আইনে নৌকা চলিবার যে পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই পথের কোন স্থানে যত কাল আবশ্যক তাহার অধিক কাল নৌকা ও কাষ্ঠের ও বাঁশের মাড় থাকা নিবারণ করা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা। উক্ত আইনের ৪ ধারা রদ হইল। কিন্তু ঐ ধারার বিধানমতে করা কোন হুকুম কি বিজ্ঞাপন অনুসারে যে কর এইক্ষণে পাওনা আছে তাহার বিষয়ে ঐ ধারা রদ হইল না ইতি।

২ ধারা। বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে নৌকা কি কাষ্ঠের কি বাশের মাড় পূর্ব্বোক্ত জলপথের কোন এক পথের কোন স্থানে কর কি গহিরী না দিয়া যত কাল থাকিতে পারে তাহা নির্দ্দিষ্ট করেন, এবং যে কোন নৌকা কি কাষ্ঠের কি বাঁশের মাড় নির্দ্দিষ্ট সময়ের অধিক কাল এমতে থাকে তাহার উপর যে হারে কর কি গহিরী উস্থল করা যাইবেক তাহাও নির্দ্দিষ্ট করেন ইতি।

৩ ধারা। উক্ত আইনের ৭।৮।৯ ধারার বিধানের কথা যেপর্য্যন্ত করের বিষয়ে খাটে সেইপর্য্যন্ত ইহার দ্বারা বিস্তারিত হইয়া, এই আইনানুসারে যে কর কি গহিরী নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহার প্রতিও খাটিবেক ইতি।

জি, প্লোডন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারি।
JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator*

ইংরেজী ১৮৫৩ শাল। ২৮ অক্টোবর।

ইংরেজী ১৮৫৩ শালের ১৫ আইন।

বাঙ্গালা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর সদর আদালতে নম্বরী আপীলের মোকদ্দমায় কার্য্য করণের নিয়ম সংশোধনের আইন।

যেহেতুক উক্ত রাজধানীর সদর দেওয়ানী আদালতে নম্বরী আপীলের কার্য্যের নিয়ম সহজ ও সংক্ষেপ করণ বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিত মতে হুকুম হইল।

১ ধারা। ১৮৫০ সালের ৪ আইন ও ১৮৫০ সালের ৩০ আইনের ২। ৩। ৪ ধারা ইহার দ্বারা রদ হইল কিন্তু এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে সকল আপীল উপস্থিত করা গিয়াছিল তাহার বিষয়ে রদ হইল না ইতি।

২ ধারা। ১ প্রথম প্রকরণ। উক্ত আদালতের মধ্যে কোন আদালতে যে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে তাহার নম্বরী আপীলের প্রত্যেক দরখাস্ত, যে আদালতে ডিক্রী হইয়াছিল সেই আদালতে ডিক্রীর তারিখের পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করা যাইবেক। আপিলের ঐ দরখাস্তের মধ্যে কেবল এই লেখা থাকিবেক যে আপেলাণ্ট নিষ্পত্তিতে নারাজ হইয়া তাহার উপর আপীল করিতে চাহে কিন্তু এই আইনের ১৩ ধারানুসারে যে দরখাস্ত হয় তাহা বর্জ্জিত থাকিবেক।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। অধঃস্থ আদালতের নিকটে আপীলের ঐ প্রকার দরখাস্ত দাখিল করিবার মিয়াদ বৃদ্ধি করিবার মাতবর কারণ আছে সদর আদালতের সাহেবেরদের হৃদ্বোধ মতে এই প্রকার জ্ঞান হইলে তাঁহারা ঐ মিয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারেন। ঐ প্রকার মিয়াদের বৃদ্ধি করণের দরখাস্ত দরখাস্তকারির ইচ্ছামতে একেবারে সদর আদালতে হইতে পারে অথবা অধঃস্থ আদালতের মারফৎ সদর আদালতে হইতে পারে ইতি।

৩ ধারা। যে আদালতে ডিক্রী হইয়াছিল সেই আদালতে নম্বরী আপিলের দরখাস্ত দাখিল হইলে রেস্পাণ্ডেণ্টের নিকটে তদ্বিষয়ের এক এত্তেলা এবং সেই মজমুনের এক ইশ্‌তিহার নামা ঐ আদালত হইতে অগৌণে জারী হইবেক এবং ঐ ইশ্‌তিহারনামার নকল অগৌণে উক্ত আদালতের আদালতঘরের কোন প্রকাশ স্থানে লট্‌কান যাইবেক। যদি সেই এত্তেলা রেস্পাণ্ডেণ্টের উপর জারী হইতে না পারে তবে ঐ ইশতিহারনামা রেস্পাণ্ডেণ্টের বসত বাটীর দ্বারে কিম্বা যে গ্রামে কি স্থানে সামান্যতঃ বাস করে তথায় সকলের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে একেবারে লট্‌কান যাইবেক অথবা যদি কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের এলাকার মধ্যে রেস্পাণ্ডে-

ন্টের নির্দ্দিষ্ট কোন বাস স্থান না থাকে তবে ঐ ইশ্‌তিহারনামা তাহার কর্ম্ম স্থানের কি কাছারীর দরওয়াজায় লট্‌কান যাইতে পারে কিম্বা ঐ এত্তেলা তাহার সেই স্থানে জানিত মোখ্‌তারের উপরজারী হইতে পারে। ইশ্‌তিহারনামা উপরের উক্ত প্রকারে লট্‌কান যাইতে কি এত্তেলা জারী হইতে না পারিলে যদি শেষোক্ত আদালত অন্য কোন স্থানে লট্‌কাইতে হুকুম করেন তবে সেই অন্য স্থানে ইশ্‌তিহারনামা লট্‌কান যাইবেক। পরে নাজির যে সময়ে ও যে স্থানে সে এত্তেলা জারী হইয়াছে কিম্বা ইশ্‌তিহারনামা লট্‌কান গিয়াছে তাহার রিপোর্ট করিবেন। নাজিরের ঐ রিটর্ণ আদালতে দাখিল হইবেক এবং সেই মোকদ্দমার রোয়দাদের শামিল থাকিবেক এবং অধঃস্থ আদালতের আদালতঘরের কোন প্রকাশ স্থানে লট্‌কাইয়া দেওনের দ্বারা প্রকাশ করা যাইবেক ইতি।

৪ ধারা। ১ প্রথম প্রকরণ। ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১১ ধারার যে বিধান মতে হুকুম হইয়াছে যে আপীলী মোকদ্দমার রোয়দাদের সঙ্গে যে সকল আসল কাগজপত্র সদর আদালতে পাঠান যায় সেই সকলের নকল করা যাইবেক ও আসল কাগজপত্রের পরিবর্ত্তে আদালতে দাখিল হইবেক সেই বিধান ইহার দ্বারা মতান্তর হইল। এবং মোকদ্দমার দস্তাবেজ ও অন্য যে কোন প্রকৃতর কাগজপত্র এবং সওয়ালজওয়াব কিম্বা ঐ সওয়ালজওয়াবের যে কোন অংশ সদর আদালতে পাঠান যাইবার পূর্ব্বে বাদী কি প্রতিবাদী নকল করাইতে ও দস্তখৎ হইয়া অধঃস্থ আদালতের সিরিশ্‌তায় রাখিতে প্রার্থনা করে তাহা ছাড়া অন্য কাগজপত্রের নকল করিবার কি দস্তখৎ হইয়া সিরিশ্‌তায় রাখিবার আবশ্যক হইবেক না।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। যদি বাদী কি প্রতিবাদী চাহে যে কোন কাগজপত্রের নকল করা যায় ও দস্তখৎ হইয়া তাহা আদালতের সিরিশ্‌তায় দাখিল করা যায় তবে পূর্ব্বোক্তমতে নাজিরের রিটর্ণ প্রকাশ হইবার সময়ের পর চৌদ্দ দিবস অতীত না হইতেং ঐ বাদী কিম্বা প্রতিবাদী আপনি কিম্বা আপনার উকীল কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোখ্‌তারের দ্বারা ঐ বিষয়ের এত্তেলা লিখিয়া অধঃস্থ আদালতে জানাইবেক। বাদী কি প্রতিবাদী যে সকল কাগজপত্রের নকল করাইতে ও দস্তখৎ হইয়া সিরিশ্‌তায় রাখিতে চাহে তাহা ঐ এত্তেলাতে নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক।

৩ তৃতীয় প্রকরণ। আপীল দরপেশ হওনের পূর্ব্বে বাদী কিম্বা প্রতিবাদী আপনি কি তাহার উকীল কি ক্ষমতা প্রাপ্ত মোখ্‌তারের দ্বারা কোন কাগজপত্র কি দলীল নির্দ্দিষ্ট করিয়া অধঃস্থ আদালতে এমত এত্তেলা লিখিয়া দিতে পারে যে যদি আপীল করা যায় তবে চাহি যে ঐ সকল কাগজাদি নকল করা যায় ও দস্তখৎ হইয়া সিরিশ্‌তায় রাখা যায় ইতি।

৫ ধারা। আপীলের দরখাস্ত দরপেশ হওনের পর যত শীঘ্র হইতে পারে ততশীঘ্র আপীলের দরখাস্ত এবং অধঃস্থ আদালতের রোয়দাদ সদর আদালতে পাঠান যাইবেক। পরন্তু জানা কর্ত্তব্য যে বাদি প্রতিবাদী যে কাগজ পত্রের নকল করাইতে ও দস্তখৎ হইয়া সিরিশ্‌তায় রাখিতে চাহে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবার যে মিয়াদ তাহারদিগকে দেওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ঐ দরখাস্তও রোয়দাদ পাঠান যাইবেক না ইতি।

৬ ধারা। আপীলী মোকদ্দমার রোয়দাদ সদর আদালতে পঁহুছিলে পর ঐ আদালতঘরে এক এস্তেলানামা লট্‌কান যাইবেক তাহাতে আপেলান্টের প্রতি এই হুকুম হইবেক যে অধঃস্থ আদালতের ডিক্রীর বিষয়ে তাহার আপত্তির যে হেতু থাকে তাহা ঐ এস্তেলার তারিখের পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করে। ঐ ছয় সপ্তাহ মিয়াদের মধ্যে আপেলান্ট ডিক্রীর বিষয়ে আপনার আপত্তির হেতু ঐ সদর আদালতে দাখিল করিবেক ইতি।

৭ ধারা। ১ প্রথম প্রকরণ। আপেলান্ট আপত্তির হেতু দাখিল করিলে সদর আদালতের আদালত ঘরে এক এস্তেলানামা লট্‌কান যাইবেক তাহাতে রেস্পাণ্ডেন্টকে হুকুম হইবেক যে আপীলের বিষয়ে কিম্বা অধঃস্থ আদালতের ডিক্রীর বিষয়ে তাহার কোন আপত্তি থাকিলে ঐ এস্তেলার তারিখের পর চারি সপ্তাহের মধ্যে তাহার হেতু দাখিল করে।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। আপীলের বিষয়ে রেস্পাণ্ডেন্টের যে আপত্তি থাকে কিম্বা আপীলের মধ্যে ডিক্রীর যে অংশ ধরা গিয়াছে সেই অংশের সম্পর্কে যে আপত্তি থাকে সেই আপত্তির হেতু রেস্পাণ্ডেন্ট উক্ত চারি সপ্তাহ মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিবেক।

৩ তৃতীয় প্রকরণ। অধঃস্থ আদালতের ডিক্রীর যে অংশ আপীলের মধ্যে ধরা যায় নাই এমত কোন অংশের বিষয়ে যদি রেস্পাণ্ডেন্ট আপত্তি করিতে চাহে তবে সেই চারিসপ্তাহের মধ্যে অথবা সদর আদালত সেই অভিপ্রায়ে অধিক যে মিয়াদ দেন সেই মিয়াদের মধ্যে আপীলের আলাহিদা দরখাস্ত দরপেশ করিতে পারে।

৪ চতুর্থ প্রকরণ। এমত স্থলে রেস্পাণ্ডেন্ট ডিক্রীর যে অংশের সঙ্গে তাহার আপীল সম্পর্ক রাখে তদ্বিষয়ে আপনার আপত্তির হেতু আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করিবেক নতুবা তাহার আপীল গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

৮ ধারা। ১ প্রথম প্রকরণ। সদর আদালতে আপত্তির হেতু দাখিল করিবারও আপীলের আলাহিদা দরখাস্ত দাখিল করিবার যে মিয়াদ রেস্পাণ্ডেন্টকে দেওয়া গিয়াছে তাহা অতীত হইলে রেস্পাণ্ডেন্ট ঐ মিয়াদের মধ্যে আপীলের আলাহিদা দরখাস্ত সদর আদালতে দাখিল না করিলে রোয়দাদ

সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং সদর আদালত যে কোন দিনের এত্তেলা করেন সেই দিনে নিষ্পত্তি হইবার জন্যে মোকদ্দমা তলব হইবার প্রস্তুত আছে জ্ঞান হইবেক।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। যদি রেস্পাণ্ডেণ্ট আপীলের আলাহিদা দরখাস্ত সদর আদালতে দাখিল করে তবে সদর অদালতের আদালতঘরে এই মর্ম্মের এক এত্তেলানামা লট্‌কান যাইবেক যে রেস্পাণ্ডেণ্ট সেই প্রকার আলাহিদা আপীল দাখিল করিয়াছে এবং ঐ এত্তেলা নামাতে আপেলাণ্টকে হুকুম হইবেক যে সেই বিষয়ে তাহার যে কোন আপত্তি থাকে তাহার হেতু ঐ এত্তেলানামার তারিখের পর চারি সপ্তাহ মিয়াদের মধ্যে দাখিল করে।

৩ তৃতীয় প্রকরণ। ঐ আপীলের বিষয়ে আপেলাণ্টের যে আপত্তি থাকে অথবা রেস্পাণ্ডেণ্টের অপীলের মধ্যে ডিক্রীর যে অংশ ধরা গিয়াছে তাহার সম্পর্কে যে আপত্তি থাকে তাহার হেতু আপেলাণ্ট ঐ চারি সপ্তাহ মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিবেক। আপেলাণ্টের ঐ আপত্তির হেতু দাখিল করণের মিয়াদ অতীত হইলে রোয়দাদ সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং মোকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্যে সদর আদালত যে দিনের এত্তেলা দেন সেই দিনে নিষ্পত্তির জন্যে মোকদ্দমা তলব হইবার প্রস্তুত আছে এমত জ্ঞান হইবেক।

৪ চতুর্থ প্রকরণ। যদি উভয় পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের আপীল ডিসমিস হয় কিম্বা উঠাইয়া লওয়া যায় তবে কেবল অন্য পক্ষের আপীল শুনা যাইতে পারিবেক। নতুবা সদর আদালত অন্যরূপ হুকুম না করিলে উভয় আপীল ও তাহার রুবকারীর কাগজে একি রোয়দাদ হইবেক ইতি।

৯ ধারা। রেস্পাণ্ডেণ্ট যদি অধঃস্থ আদালতে আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিয়া থাকে তবে তাহার পর আপীলের আলাহিদা দরখাস্ত সদর আদালতে দাখিল করিতে তাহার প্রতি অনুমতি হইবেক না ইতি।

১০ ধারা। ১ প্রথম প্রকরণ। আপেলাণ্ট কিম্বা রেস্পাণ্ডেণ্ট যে সকল আপত্তির হেতু দাখিল করে তাহা স্পষ্টরূপে ও সংক্ষেপে লেখা যাইবেক এবং তাহাতে কোন বিতর্ক কি কার্য্যের বিবরণ থাকিবেক না। তাহা ১, ২, প্রভৃতি নম্বর বিলিমতে লেখা যাইবেক এবং নীচের লিখিত স্থলভিন্ন অন্য সকল স্থলে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৯ প্রকরণে যে মূল্যের ইষ্টাম্প নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। আপেলাণ্টের কিম্বা রেস্পাণ্ডেণ্টের আপত্তির হেতু দাখিল করণের মিয়াদ বৃদ্ধির জন্যে বিশেষ দরখাস্ত হইলে এবং সদর আদালতের হৃদ্বোধমতে ঐ মিয়াদ বৃদ্ধির প্রচুর হেতু দর্শান গেলে ঐ আদালত

সেই মিয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারেন। তাহা হইলে আপত্তি ঐ বৃদ্ধিকরা মিয়াদের মধ্যে দাখিল করা যাইতে পারে ইতি।

১১ ধারা। শুননির পূর্ব্বে কোন সময়ে আপেলান্ট কিম্বা রেস্পাণ্ডেণ্ট সদর আদালতের কিম্বা তাহার কোন জজ সাহেবের অনুমতি লইয়া ঐ আদালত কি জজ সাহেব যে নিয়ম ও শর্ত্ত ও যে মিয়াদের হুকুম করেন সেই নিয়ম ও শর্ত্তমতে ও সেই মিয়াদের মধ্যে আপন২ আপত্তির হেতু সংশোধন করিতে কিম্বা যাহা দাখিল করিয়াছে তাহা ছাড়া অধিক আপত্তির হেতু দাখিল করিতে পারে। আরো উক্ত আদালত কোন আপীল শুনিবার সময়ে আপেলান্টকে কি রেস্পাণ্ডেণ্টকে অনুমতি দিতে পারেন যে তাহার আপত্তির হেতু সংশোধন করে কিম্বা অধিক হেতু লেখে কিম্বা যে কোন আপত্তি তাহার আপত্তির হেতুর মধ্যে না থাকে তাহা প্রকাশ করে ও তাহার পোষকতায় তাহার কি তাহার উকীলের কথা শুনা যায়। পরন্তু ইহাতে বিপক্ষ ব্যক্তি কি তাহার উকীল হঠাৎ অপ্রস্তুত প্রভৃতি না হয় এই নিমিত্তে আদালত মোকদ্দমার শুননির বিলম্ব করণের বিষয়ে এবং খরচাপ্রভৃতি দেওনের বিষয়ে যে নিয়ম ও শর্ত্ত ন্যায় বোধ করেন তদনুক্রমে ঐ অনুমতি দিবেন আদালতের সেই প্রকার অনুমতি না হইলে আপেলান্ট কি রেস্পাণ্ডেণ্ট আপনার দাখিলকরা আপত্তির হেতুর মধ্যে যে কোন আপত্তি না থাকে তাহা প্রকাশ করিতে পারিবেক না এবং তাহার পোষকতায় তাহার কথা শুনা যাইতে পারিবেক না। কিন্তু মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করণেতে আদালত ঐ আপত্তির হেতু ভিন্ন অন্য হেতু লইয়া কার্য্য করিবেন না এমত নহে ইতি।

১২ ধারা। ১ প্রথম প্রকরণ। রেস্পাণ্ডেণ্ট কিম্বা আপেলান্ট বিপক্ষ পক্ষের আপীলের বিষয়ে যে কোন আপত্তির হেতু দাখিল করিয়াছে তাহা শুনিবার ও নিষ্পত্তি করিবার জন্যে ঐ মোকদ্দমা আপীলের সাধারণ ফিরিস্তিতে যে স্থানে থাকে তাহার বিবেচনা না করিয়া, সদর আদালত যে কোন দিনের এত্তেলা করেন সেই দিনে তলব করিতে পারেন। এবং অধঃস্থ আদালতের ডিক্রীর বিষয়ে আপত্তির যে হেতু থাকে তাহার নিষ্পত্তির নিমিত্তে মোকদ্দমা তলব করণের পূর্ব্বে সদর আদালত ঐ আপত্তির হেতু শুনিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারেন।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। আপেলান্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্ট আপত্তির যে হেতু দাখিল করে তাহা যদি কেবল আইনঘটিত বিষয় হয় এবং তাহাতে বৃত্তান্তঘটিত কোন জিজ্ঞাসা না উঠে তবে সদর আদালতে উপস্থিত থাকা আপীলী মোকদ্দমার সাধারণ ফিরিস্তিতে ঐ মোকদ্দমা যে স্থানে থাকে তাহা বিবেচনা না করিয়া ঐ আদালত কোন দিনের এত্তেলা দিয়া সেই দিনে শুননির ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে মোকদ্দমার তলব হইবার হুকুম করিতে পারেন।

৩ তৃতীয় প্রকরণ। আপত্তির যে হেতু দাখিল করা যায় তাহাতে যদি আইন এবং বৃত্তান্তঘটিত সওয়াল উত্থিত হয় ও সদর আদালত যদি বোধ করেন যে আইনঘটিত বিষয়ের নিষ্পত্তি করিলে ঐ প্রকারে উত্থিত হওয়া বৃত্তান্তঘটিত কোন সওয়ালের নিষ্পত্তি করা অনাবশ্যক হইতে পারে তবে ঐ আদালত ১১ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে আদৌ কেবল আইনঘটিত বিষয় নিষ্পত্তির নিমিত্তে মোকদ্দমা তলব হইবার হুকুম করিতে পারেন। এবং যদি ঐ মোকদ্দমার আইনঘটিত বিষয়ে তাঁহারদের নিষ্পত্তিতে বৃত্তান্তঘটিত কোন সওয়াল নিষ্পত্তিকরা অনাবশ্যক হয় তবে উক্ত আদালত মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবেন। নতুবা আদালত কেবল আইনঘটিত বিষয় নিষ্পত্তি করিবেন পরে বৃত্তান্তঘটিত এক কি অনেক বিষয়ের শুনানির নিমিত্তে ঐ মোকদ্দমা নম্বরী আপীলের ফিরিস্তিতে লেখা যাইবেক এবং অন্য কোন নম্বরী আপীলের মত সেই মোকদ্দমারো নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

১৩ ধারা। নম্বরী মোকদ্দমার বাদী কি প্রতিবাদী যদি সদর আদালতে পাপরস্বরূপ আপীল করিবার অনুমতি পাইতে চাহে তবে নীচের লিখিত মতে কার্য্য করিতে হইবেক।

১ প্রথম প্রকরণ। আপেলাণ্ট এই আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধিমতে আপনার দরখাস্ত অধঃস্থ আদালতে দিবেক। পরন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের আমলে আসিবার পূর্ব্বে যে ডিক্রী হইয়াছে এমত কোন ডিক্রীর উপর পাপরস্বরূপ আপীল করিবার দরখাস্ত হইলে ঐ দরখাস্ত ডিক্রীর তারিখের পরে তিন মাসের মধ্যে দরপেশ হইতে পারিবেক।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। যে ব্যক্তিরা পাপরস্বরূপ আপীল করিতে চাহে তাহারদের আপীলের দরখাস্তেতে সেই মর্ম্মের কথা লেখা থাকিবেক এবং দরখাস্তকারির স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির এক তফসীল এবং ঐ সম্পত্তির আন্দাজি মুল্য লেখা থাকিবেক। এবং তাহা যে কাগজে লেখা যাইবেক তাহার প্রত্যেক ফর্দ্দে দুই টাকার ইষ্টাম্প লাগিবেক।

৩ তৃতীয় প্রকরণ। এমত দরখাস্ত দেওয়া গেলে রেস্পাণ্ডেণ্টের প্রতি এত্তেলাতে এবং ইশ্তিহারনামাতে লেখা যাইবেক যে আপেলাণ্ট পাপরস্বরূপ আপীল করিতে চাহে।

৪ চতুর্থ প্রকরণ। আপীলী মোকদ্দমার রোয়দাদ সদর আদালতে পঁহুছিলে ঐ আদালতে নম্বরী আপীলের অন্যান্য মোকদ্দমায় যেরূপ কার্য্য হইয়া থাকে সেইরূপ কার্য্য হইবেক, কেবল বিশেষ এই যে, আপেলাণ্টের আপত্তির হেতু দাখিল হইলে পর, এবং রেস্পাণ্ডেণ্টকে আপনার আপত্তির হেতু দাখিল করিবার হুকুমের এত্তেলা দেওয়া যাইবার পূর্ব্বে সদর আদালত, ঐ প্রকার মোকদ্দমায় নির্ণয় করিবার বিষয়ে এইক্ষণে যে

বিধি খাটে সেই বিধিমতে, নির্দ্ধার্য্য করিবেন যে আপেলান্ট পাপরস্বরূপ আপীল করিবার অনুমতি পাইবেক কি না।

৫ পঞ্চম প্রকরণ। যদি সদর আদালত দরখাস্তকারিকে পাপরস্বরূপ আপীল করিতে অনুমতি দেন তবে রেস্পাণ্ডেন্টকে এত্তেলা দেওয়া যাইবেক যে এই আইনের ৭ ধারার বিধানমতে আপন আপত্তির হেতু দাখিল করে তাহার পরে এই আইনানুসারে নম্বরী আপীলের অন্যং মোকদ্দমার যে নিয়মমতে কার্য্য হয় সেই নিয়মমতে কার্য্য হইবেক। যে ব্যক্তিরদিগকে সদর আদালত এইক্ষণে পাপরস্বরূপ আপীল করিতে অনুমতি দেন তাহারদের প্রতি যে বিধান ও নিয়ম খাটে তাহা বলবৎ থাকিবেক কিন্তু তাহা যে স্থলে এই আইনের বিধানের সঙ্গে না মিলে সেই স্থলে বলবৎ থাকিবেক না।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ। যদি সদর আদালত দরখাস্তকারিকে পাপরস্বরূপ আপীল করিতে অনুমতি না দেন তবে ঐ আদালত এই মর্ম্মের হুকুম করিতে পারিবেন যে আপেলান্ট ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণে যে মূল্যের ইষ্টাম্প নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ আদালতে আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিলে এবং ঐ তফসীলের ৯ প্রকরণে যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে আপন আপত্তির হেতু পুনরায় দাখিল করিলে, পাপরস্বরূপ যাহারা আপীল না করে তাহারদের বিষয়ে এই আইনে যে বিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই বিধান মতে আপীলের মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেক।

৭ সপ্তম প্রকরণ। সেই প্রকার হুকুম হইলে আপেলান্ট ঐ হুকুমের তারিখের পর দুই সপ্তাহের মধ্যে অথবা উক্ত আদালত ঐ অভিপ্রায়ে যে অধিক মিয়াদের অনুমতি দেন সেই মিয়াদের মধ্যে এই ধারার ৫ প্রকরণে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের হুকুম আছে সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে আপনার দরখাস্ত দাখিল করিবেক ও আপনার আপত্তি পুনরায় দাখিল করিবেক। তাহা না করিলে আপীল ডিসমিস হইবেক।

৮ অষ্টম প্রকরণ। যদি উক্ত ৭ সপ্তম প্রকরণের বিধানমতে আপত্তির হেতু পুনরায় দাখিল করা যায় তবে ঐ হুকুমের এবং ঐ আপত্তি পুনরায় দাখিল করণের এত্তেলা এই আইনের ৭ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে রেস্পাণ্ডেন্টকে দেওয়া যাইবেক এবং রেস্পাণ্ডেন্টের প্রতি হুকুম হইবেক যে তাহার কোন আপত্তির হেতু থাকিলে ঐ ধারার বিধান মতে তাহা দাখিল করে। ঐ এত্তেলার পরের সমস্ত কার্য্য এই আইনের সাধারণ বিধানানুসারে হইবেক।

৯ নবম প্রকরণ। যদি আপেলান্ট পাপরস্বরূপ আপীল করিবার দরখাস্ত করে তবে তাহার আপত্তির হেতু সাদা কাগজে লেখা যাইতে পারে ইতি।

১৪ ধারা। যদি পাপবন্ধকপ আপেলাণ্ট আপীল করিতে কি রেস্পাণ্ডেণ্ট জওয়াব দিতে অনুমতি পাইয়া থাকে তবে তাহাব পর আপেলাণ্ট কি রেস্পাণ্ডেণ্ট যে সকল আপত্তির হেতু দাখিল করে তাহা সাদা কাগজে লেখা যাইতে পাবে ইতি।

১৫ ধারা। যে ভ্রান্তি কি ক্রটি কি বেদাঁড়া বাদির কি প্রতিবাদির ক্ষতিজনক না হয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের সাধারণ আইনের কি আক্টের লিখিত কোন স্পষ্ট বিধানের বিপরীত না হয় এমত কোন ভ্রান্তি কি ক্রটি কি বেদাঁড়াপ্রযুক্ত সদর আদালতে আপীলমুখে কোন ডিক্রীর অন্যথা কি পরিবর্ত্তন হইবেক না এবং কোন মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান যাইবেক না ইতি।

১৬ ধারা। বাঙ্গালা দেশের ফোর্ট উলিযম রাজধানীর কোন সদর আদালতে যে দেওয়ানী মোকদ্দমাব আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমায় এই আইন জারী হওনের পর যে নম্বরী আপীল উপস্থিত করা যায় কেবল সেই আপীলের বিষয়ে এই আইন খাটে ইতি।

জর্জ প্লৌডন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারি।
JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ সাল ১৮ নবেম্বর।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ সাল ১৬ আইন।

খাস আপীলের আইন সংশোধনের আইন।

১ ধারা। ১৮৪৩ সালের ৩ আইন ইহার দ্বারা রদ হইল। কিন্তু এই আইন প্রবল হওনের পূর্ব্বে যেং মোকদ্দমায আপীলের দরখাস্ত দাখিল হইয়াছে তাহাব বিষয়ে ঐ আইন রদ হইল না ইতি।

২ ধারা। যদি খাস আপীলেব কোন দরখাস্ত দাখিল হইয়া থাকে, এবং তাহাব বিষয়ে এই আইন প্রবল হওনেব পূর্ব্বে কোন হুকুম না হইয়া থাকে, তবে এই আইনানুসারে আপীল দরপেশ হইলে তাহার যে প্রকারে শুনানি ও নিষ্পত্তি হইত সেই প্রকারে ঐ দরখাস্তের শুনানি ও নিষ্পত্তি হইবেক। এবং ঐ দরখাস্তের ও তাহার শুনানির বিষয়ে, এবং তৎপরে তাহাব সম্পর্কীয় সকল কার্য্যের বিষয়ে, এবং যদি আপীল গ্রাহ্য হয় তবে ঐ আপীলের শুনানির ও নিষ্পত্তির বিষয়েও এই আইনের সকল বিধান খাটিবেক ইতি।

৩ ধারা। যদি এমত কোন দরখাস্ত দরপেশ হইয়া থাকে এবং এই আইন প্রবল হওনের পূর্ব্বে আপীল গ্রাহ্য হইয়া থাকে তবে এই আইন

জারী না হওনের মত ঐ আপীলের শুননি ও নিষ্পত্তি হইবেক, কেবল বিশেষ এই যে সদর আদালত সর্টিফিকটের মধ্যে লেখা বিষয় সর্ব্বলে দৃষ্টি না করিয়া আপীল নিষ্পত্তি করিবেন এবং মোকদ্দমার রোয়দাদের যে কোন অংশের আবশ্যক হইতে পারে তাহা তলব করিতে কিম্বা দেখিতে পারিবেন এবং এই আইনের ১০ ধারার বিধান সেই প্রকার আপীলের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

৪ ধারা। বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর ও ফোর্টসেণ্ট জর্জ অর্থাৎ মান্দ্রাজ রাজধানীর ও বোম্বাই রাজধানীর সদর আদালতের অধীন কোন দেওয়ানী আদালতে জাবেতামত আপীলক্রমে যে কোন ডিক্রী হয় তাহার উপর, ঐ২ আদালত পূর্ব্বোক্ত যে আদালতের অধীন থাকেন সেই আদালতে নীচের লিখিত কোন হেতুতে খাস আপীল হইতে পারে। বিশেষতঃ

প্রথম। ডিক্রীতে মোকদ্দমার সকল গুরুতর বিরোধি বিষয়ের নিষ্পত্তি হয় নাই, কিম্বা সেই বিষয়ের কি তাহার কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি আইনের বিরুদ্ধে কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ ব্যবহারের বিরুদ্ধে হইয়াছে এই হেতুতে।

দ্বিতীয়। কোন দলীলের অপ্রকৃত অর্থকরণের হেতুতে।

তৃতীয়। মোকদ্দমার দোষগুণের ক্ষতি বৃদ্ধি যাহাতে হয় ডিক্রীতে এমত কোন সন্দেহজনক কথা থাকার হেতুতে।

চতুর্থ। মোকদ্দমাঘটিত কার্য্য চালাওনেতে কিম্বা মোকদ্দমার তজবীজ করণেতে কোন ভারি ভ্রম কি ত্রুটি হইলে যদি সেই ভ্রম কি ত্রুটি রোয়দাদে স্পষ্ট দৃষ্ট হয় এবং যদি তদ্দ্বারা দোষগুণে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণেতে কোন ভ্রম কি ত্রুটি জন্মিয়াছিল কিম্বা জন্মাইতে পারিত তবে সেই ভ্রম কি ত্রুটির হেতুতে। পরন্তু সর্ব্বদাই জানা কর্ত্তব্য যে বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয়ের ডিক্রী মোকদ্দমায় উপযুক্তমতে লওয়া সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে হইয়াছে কি ঐ সাক্ষ্যসিদ্ধমতে হয় নাই কিম্বা রোয়দাদহইতে উৎপন্ন কোন সম্ভাবনার বিরুদ্ধে হইয়াছে কি ঐ সম্ভাবনাসিদ্ধমতে হয় নাই এই হেতুতে উক্ত প্রকার কোন খাস আপীল হইতে পারে না এবং উক্ত কোন সদর আদালতের দ্বারা এমত কোন ডিক্রী অন্যথা কি পরিবর্ত্তন করা যাইবেক না কি ফিরিয়া পাঠান যাইবেক না ইতি।

৫ ধারা। ১ প্রথম প্রকরণ। — খাস আপীলের দরখাস্ত সদর আদালতে দরপেশ হইতে পারে অথবা সদর আদালতে পাঠান যাইবার নিমিত্তে ঐ আপত্তি করা ডিক্রী যে আদালতে হইয়াছিল সেই আদালতে দরপেশ হইতে পারে। ইহার মধ্যে যে আদালতে হউক, যে ডিক্রীর উপর আপীল

হয় সেই ডিক্রীর তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে দরখাস্ত দরপেশ করিতে হইবেক। কিন্তু যদি দরখাস্তকারী ঐ নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করণের যথার্থ ও উপযুক্ত হেতু সদর আদালতের হৃদ্বোধমতে দর্শাইতে পারে তবে অধিক মিয়াদ দেওয়া যাইতে পারে।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। — খাস আপীলের এমত প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে, যে ডিক্রীর বিষয়ে আপত্তি হয় তাহার, এবং মোকদ্দমা যে আদালতে প্রথমত উপস্থিত করা যায় সেই আদালতের ডিক্রীর, দস্তখৎকরা নকল পাঠাইতে হইবেক। আপত্তিকরা ডিক্রী যে আদালতে হইয়াছিল সেই আদালতে যদি আপীল দরপেশ হয় তবে শেষোক্ত আদালত ঐ আপীলের দরখাস্তের পৃষ্ঠে তাহা দাখিল হইবার তারিখ লিখিয়া তাহার সঙ্গে অধঃস্থ নানা আদালতের ডিক্রীর যে নকল দাখিল করা গিয়াছিল তাহা সমেত ঐ আপীলের দরখাস্ত অগৌণে সদর আদালতে পাঠাইবেন।

৩ তৃতীয় প্রকরণ। — খাস আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিবার মিয়াদ বৃদ্ধি করণের দরখাস্ত একেবারে সদর আদালতের নিকটে হইতে পারে অথবা দরখাস্তকারির ইচ্ছা হইলে অধঃস্থ আদালতের মারফৎ হইতে পারে ইতি।

৬ ধারা। খাস আপীলের প্রত্যেক দরখাস্তেতে আপীলকরা ডিক্রীর বিষয়ে আপত্তির হেতু কোন বিতর্ক কি বৃত্তান্ত বিনা সংক্ষেপে ও ভিন্ন২ দফায় প্রকাশ হইবেক এবং ঐ হেতুর ১, ২, প্রভৃতি নম্বরবিলি হইবেক ইতি।

৭ ধারা। ১ প্রথম প্রকরণ। — খাস আপীল গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে যে সকল দরখাস্ত দাখিলকরাযাইবেক তাহার এক ফিরিস্তি সদর আদালত সপ্তাহে২ প্রস্তুত করাইয়া যে সদর আদালতে দরখাস্ত হয় তাহার আদালত ঘরে লট্‌কাইবেন। যে২ তারিখে ঐ সকল দরখাস্তের শুনানির নিমিত্তে দরকার হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা ঐ ফিরিস্তিতে প্রকাশ হইবেক। এবং জাবেতামত আপীলক্রমে ডিক্রী যে২ আদালতে হইয়াছিল সেই২ আদালতে উক্ত সদর আদালত ঐ ফিরিস্তির চুম্বক প্রেরণ করাইবেন। ঐ চুম্বক শেষোক্ত আদালতের সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্‌কান যাইবেক এবং ঐ আদালত তাহার এক চুম্বক যে২ আদালতে মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত করা গিয়াছিল সেই২ আদালতে পাঠাইবেন এবং ঐ শেষোক্ত চুম্বক ঐ শেষোক্ত আদালতের সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্‌কান যাইবেক। সদর আদালত কোন দরখাস্তের শুনানির নিমিত্তে যে সময় নিরূপণ করিবেন সেই সময়, ঐ দরখাস্তের চুম্বক সদর আদালতহইতে পাঠান যাইবার তারিখের পর ছয় সপ্তাহের ন্যূন হইবেক না। প্রত্যেক চুম্বক যে তারিখে পাঠান যায় তাহা তাহার উপর লেখা থাকিবেক।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—অধঃস্থ আদালতের ডিক্রীর যে অংশ বিপক্ষ ব্যক্তির আপীলের মধ্যে আইসে নাই এমত কোন অংশের উপর খাস আপীল যে২ হেতুতে হইতে পারে তাহার কোন হেতুতে রেস্পাণ্ডেণ্ট আপীলের বিষয়ি চুম্বক পাঠাইবার তারিখের পর এক মাস মিয়াদের মধ্যে কোন সময়ে অথবা সদর আদালত যথার্থ ও উপযুক্ত হেতুতে সেই অভিপ্রায়ে অধিক যে কালের অনুমতি করেন সেই কালের মধ্যে খাস আপীলের আলাহিদা দরখাস্ত সদর আদালতে দাখিল করিতে পারে, কিন্তু রেস্পাণ্ডেণ্ট যদি মোকদ্দমায় পূর্ব্বে খাস আপীল দাখিল করিয়া থাকে তবে করিতে পারিবেক না। পরন্তু এই আইনের ৭ ধারার ১ প্রকরণানুসারে যে ফিরিস্তি প্রস্তুত করা যাইবেক এমত কোন ফিরিস্তিতে ঐ দরখাস্ত লেখা যাইবেক না ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি উভয় পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের আপীলের দরখাস্ত কি আপীল ডিসমিস হয় কি উঠাইয়া লওয়া যায় কি অগ্রাহ্য হয় তবে অন্য পক্ষের আপীলের দরখাস্ত কি বিষয়বিশেষে আপীল এই আইনের বিধানানুসারে একলা শুনা যাইবেক। যদি ডিসমিসপ্রভৃতি না হয় তবে একই ডিক্রীসম্পর্কীয় খাস আপীলের সকল দরখাস্ত একত্র শুনা যাইবেক এবং গ্রাহ্য হওয়া সকল খাস আপীল একত্র শুনা যাইবেক। কিন্তু যদি কোন মোকদ্দমায় সদর আদালত অন্যরূপ হুকুম করেন তবে হইবেক না ইতি।

৮ ধারা। ১ প্রথম প্রকরণ।—উক্ত সদর আদালতের কোন এক কি ততোধিক জন জজ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে আপেলাণ্টের কিম্বা তাহার উকীলের এবং রেস্পাণ্ডেণ্টের কি তাহার উকীলের কিম্বা তাহারদের মধ্যে যে কেহ হাজির থাকে তাহারদের সাক্ষাতে উক্ত প্রকারে রীতিমত দাখিলকরা খাস আপীলের দরখাস্ত শুনেন। এবং ঐ এক কি ততোধিক জন জজ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে মোকদ্দমার রোয়দাদের মধ্যে যে কোন দলীল থাকে তাহা তলব করিয়া পাঠ করেন, অথবা খাস আপীলের দরখাস্ত অগোণে শুধরাইবার হুকুম করেন, কিম্বা ঐ প্রকার হুকুমের তারিখের পর এক মাসের অনধিক যে কোন কাল তিনি কি তাঁহারা হুকুম করেন সেই কালের মধ্যে শুধরাইবার হুকুম করেন, অথবা আপীলহওয়া ডিক্রী যে আদালত করিয়াছিলেন সেই আদালতে অধিক বৃত্তান্ত কিম্বা কোন বিষয়ের অর্থ জানিবার জন্যে জিজ্ঞাসা করিবার হুকুম করেন, অথবা ঐ আপীল শুনিবার জন্যে গ্রাহ্য করিবার কি নামঞ্জুর করিবার হুকুম করেন অথবা যদি দৃষ্ট হয় যে বৃত্তান্ত প্রচুরমতে লেখা যায় নাই কি মোকদ্দমা অন্য প্রকারে এমন অসম্পূর্ণ যে আপীল গ্রাহ্য হইলেও সদর আদালত তাহার উপর চূড়ান্ত ডিক্রী করিতে পারেন না তবে, কিন্তু অন্য কোন কারণে নয়, এক

বিশেষ হুকুম জারী করিয়া যে ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছে তাহার ভ্রম কি অনিয়মিত বিষয় কি অন্য ক্রটি দর্শান, এবং যে আদালত ঐ ডিক্রী করিয়াছিলেন সেই আদালতের দ্বারা তাহার পুনর্দ্দৃষ্টি হওনের নিমিত্তে এবং যে হুকুম কি ডিক্রী আইনানুযায়ি হয় তাহার উপর সেই প্রকার হুকুম কি ডিক্রী হওনের নিমিত্তে সেই শেষোক্ত আদালতে ঐ ডিক্রী ফিরিয়া পাঠান পরন্তু সর্ব্বদাই জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনানুসারে যে২ হেতুতে খাস আপীল হইতে পারে সেই২ হেতু বিনা অন্য হেতুতে ফিরিয়া পাঠাইবার উক্ত প্রকার কোন হুকুম হইবেক না। যদি এমত কোন দরখাস্ত কেবল দুই জন জজ সাহেব শুনেন এবং শুনিবার জন্যে আপীল গ্রাহ্য করণের বিষয়ে তাঁহারদের একি মত না হয় তবে আপীল গ্রাহ্য হইবেক ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—খাস আপীল শুনিবার জন্যে তাহা গ্রাহ্য করণের যে হুকুম হয় তাহাতে যে হেতুতে গ্রাহ্য হইয়াছিল তাহা আদালতের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট করা যাইবেক। কিন্তু শুননির কালে আদালত কিম্বা বাদি প্রতিবাদী কেবল সেই হেতু দৃষ্টে কার্য্য করিবেন এমত নহে।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি শুনিবার নিমিত্তে খাস আপীল গ্রাহ্য করণের হুকুম জারী হয় তবে মোকদ্দমা উপযুক্ত দাঁড়ামতে শুনা যাইবার ও নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে আদালতের নথীতে দাখিল করা যাইবেক।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—খাস আপীল অগ্রাহ্য করণের কিম্বা মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইবার হুকুম যদি কেবল এক জন জজ সাহেবের দ্বারা হয় তবে ঐ হুকুম চূড়ান্ত হইবেক না কিন্তু তাহা ঐ আদালতের অন্য এক জন জজ সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা যাইবেক এবং সেই সাহেব আপেলান্টের কি তাহার উকীলের এবং রেস্পাণ্ডেন্টের কি তাহার উকীলের কিম্বা তাহারদের যে কেহ হাজির থাকে তাহারদের সম্মুখে আপীলের দরখাস্ত শুনিবেন ঐ দ্বিতীয় জজ সাহেব যদি বোধ করেন যে আপীল নামঞ্জুর করা কিম্বা মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান উচিত তবে তিনি সেই মর্ম্মের চূড়ান্ত হুকুম জারী করিবেন। যদি বোধ করেন যে আপীল গ্রাহ্যকরা উচিত তবে তাহা গ্রাহ্য করিবার বিষয়ের হুকুম জারী করিবেন এবং তৎক্রমে আপীল গ্রাহ্য হইবেক ও প্রথমে গ্রাহ্য হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে তাহা উপযুক্ত দাঁড়ামতে শুনা যাইবেক ও নিষ্পত্তি হইবেক।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—রেস্পাণ্ডেন্টের হাজির হইতে ও তাহার কথা শুনা যাইতে পারিবার নিমিত্তে তাহাকে এত্তেলা না দেওয়া গেলে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইবার চূড়ান্ত হুকুম হইবেক না।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—খাস আপীল গ্রাহ্য করণের হুকুম যে কোন জজ সাহেব করেন তিনি এমত সর্টিফিকট ও লিখিয়া দিতে পারেন যে খাস

আপীল যে২ হেতুতে হইতে পারে এমত কোন হেতুসম্পর্কে অধঃস্থ আদালতের নিষ্পত্তি আমার বিবেচনায় স্পষ্টই ভ্রমযুক্ত। তাহা করিলে ঐ আপীল শুনা যাইবার নিমিত্তে সর্টিফিকটহওয়া খাস আপীলের ফিরিস্তিনামক ফিরিস্তিতে লেখা যাইবেক। এমত ফিরিস্তিতে যে সকল মোকদ্দমা লেখা যায় তাহা, সদর আদালতে উপস্থিতথাকা খাস আপীলের সাধারণ ফিরিস্তির বিষয়ে দৃষ্টি না রাখিয়া, এই আইনের বিধানানুসারে শুনিবার ও নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে উপযুক্ত দাঁড়ামতে তলব হইতে পারে।

৭ সপ্তম প্রকরণ। — এই আইনের বিধানমতে যত জন জজ সাহেব হইলে আপীলের শুননি ও নিষ্পত্তি হইতে পারে তত জন জজ সাহেবের দ্বারা যদি খাস আপীলের দরখাস্তের শুননি হয় এবং যদি দৃষ্ট হয় যে ডিক্রী স্পষ্ট রূপেই ভ্রমযুক্ত কিম্বা মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান উচিত তবে রেস্পাণ্ডেণ্ট কি রেস্পাণ্ডেণ্টেরা হাজির হইলে কিম্বা তাহার কি তাহারদের স্থলে উকীল কি উকীলেরা হাজির হইলে আপীল অবিলম্বে শুনা যাইতে ও নিষ্পত্তি হইতে পারিবেক। যদি তাহারা হাজির না হয় তবে আদালত হুকুম করিতে পারেন যে ঐ মোকদ্দমা সর্টিফিকট করা আপীলের ফিরিস্তিতে দাখিল করা যায় এবং তাহা তদনুসারে দাখিল করা যাইবেক ইতি।

৯ ধারা। ১ প্রথম প্রকরণ।— খাস আপীল নামঞ্জুর করিবার বিষয়ি প্রত্যেক হুকুমেতে দরখাস্তের লিখিত প্রত্যেক হেতু নামঞ্জুর করণের কারণ লেখা যাইবেক এবং নামঞ্জুর করণের সেইরূপ প্রত্যেক হুকুম যে জজ সাহেব কি সাহেবেরা করেন তিনি কি তাঁহারা, অথবা তাঁহার কি তাঁহারদের পরিবর্ত্তে কি স্থানে যে কোন জজ সাহেব কি সাহেবেরা বসেন তিনি কি তাঁহারা যদি সেই হুকুমের পুনর্দৃষ্টি করা উচিত বোধ করেন তবে তাহা একবার পুনর্দৃষ্টি করিতে পারেন। পরন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ হুকুমের তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে যদি তাহার পুনর্দৃষ্টি হইবার দরখাস্ত না হয় তবে সেইরূপ পুনর্দৃষ্টি হইবেক না।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। — যদি সেইরূপ কোন হুকুম বাতিল করা যায় কিম্বা যে জজ সাহেবেরা তাহা পুনর্দৃষ্টি করেন তাঁহারদের যদি দুই মত হয় এবং যত জন জজ সাহেবের এক মত তত জনের অন্য মত হয় তবে আপীল গ্রাহ্য হইবেক এবং মোকদ্দমা আদালতের নথীতে দাখিল হইয়া তাহার শুননি ও নিষ্পত্তি উপযুক্ত দাঁড়ামতে হইবেক।

৩ তৃতীয় প্রকরণ। — এমত হুকুম পুনর্দৃষ্টি করিবার দরখাস্ত ফর্দপ্রতি ২ টাকা মূল্যের গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক ইতি।

১০ ধারা। ১ প্রথম প্রকরণ। — যখন কোন খাস আপীল গ্রাহ্য হয় তখন সদর আদালতের তিন জন কি ততোধিক জন জজ সাহেব তাহা শুনিয়া

নিষ্পত্তি করিবেন এবং এই আইনানুসারে খাস আপীল যেই হেতুতে হই-তে পারে সেই সকল হেতুতে ঐ শুননি ও নিষ্পত্তি হইবেক।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। — সদর আদালতের এমত ক্ষমতা থাকিবেক যে কোন খাস আপীল, কিম্বা খাস আপীলের কোন দরখাস্ত শুনিবার পূর্ব্বে কিম্বা শুনিবার কালে কোন সময়ে বাদিকে কিম্বা প্রতিবাদিকে আপনার দরখাস্তের লিখিত আপত্তির হেতু সংশোধন করিতে কিম্বা যাহা লিখিয়াছে ততোধিক আপত্তির হেতু লিখিতে কিম্বা তাহার দরখাস্তের মধ্যে যে কোন আপত্তি লেখা যায় নাই তাহা প্রকাশ করিতে ও তাহার পোষকতায় তাহার কি তাহার উকীলের কথা শুনা যাইবার বিষয়ে অনুমতি দেন। পরন্তু ইহাতে বিপক্ষ-ব্যক্তি কি তাহার উকীল হঠাৎ অপ্রস্তুত প্রভৃতি না হয় এই নিমিত্তে আদালত দরখাস্তের শুননির বিলম্ব করণের বিষয়ে এবং খরচাপ্রভৃতি দেওনের বিষয়ে যে নিয়ম ও শর্ত্ত ন্যায় বোধ করেন তদনুক্রমে ঐ অনুমতি দিবেন। আদালতের সেই প্রকার অনুমতি না হইলে বাদী কিম্বা প্রতিবাদী আপন দরখাস্তের মধ্যে যে আপত্তি নাই এমত কোন আপত্তি প্রকাশ করিতে পারি-বেক না এবং তাহার পোষকতায় তাহার কথা শুনা যাইতে পারিবেক না। কিন্তু দরখাস্ত শুনিবাতে কিম্বা আপীলের নিষ্পত্তি করণেতে সদর আদালত দরখাস্তের প্রকাশিত আপত্তির হেতুভিন্ন অন্য হেতু লইয়া কার্য্য করিবেন না এমত নহে ইতি।

১১ ধারা। খাস আপীলের বিষয়ে বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজ-ধানীর যে সকল আইন চলন আছে তাহা যে পর্য্যন্ত এই আইনের সঙ্গে অনৈক্য না হয় কি এই আইনের দ্বারা রদ না হইয়াছে সেইপর্য্যন্ত ঐ২ রাজ-ধানীতে প্রবল থাকিবেক ইতি।

জর্জ, প্লৌডন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারি।
JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator*

ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ সাল ১৮ নবেম্বর।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ সালের ১৭ আইন।

১৮১৬ সালের ৭ আইন রদ করণের, এবং মহারাজ অমৃত রাউকে যে জমী দত্ত হইয়াছিল তাহাতে যে আইন চলন হইবেক তাহা প্রকাশ করণের আইন।

যেহেতুক ব্রিটনীয় গবর্ণমেন্ট বান্দা জিলার অন্তঃপাতি তেরোহা নগরের নিকটস্থ এক খণ্ড জমী স্বাধীন জায়গীর স্বরূপ মহারাজা অমৃত রাউকে দান

করিয়াছিলেন এবং যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৬ সালের ৭ আইনেতে হুকুম হইয়াছিল যে ঐ আইনের তারিখঅবধি ও তাহার পরে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের এলাকা এবং সাধারণ আইনের শক্তি পূর্ব্বোক্ত জমীখণ্ডের প্রতি খাটিবেক না, এবং যেহেতুক উক্ত মহারাজ অমৃত রাউর পুত্র মহারাজ বিনায়ক রাউ ১৮৫৩ সালের ৬ জুলাই তারিখে লোকান্তরগত হন এবং এইক্ষণে ঐ আইন রদকরা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিত মতে হুকুম হইল।

১ ধারা। বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৬ সালের ৭ আইন ইহার দ্বারা রদ হইল ইতি।

২ ধারা। উক্ত জমীখণ্ড বান্দা জিলার এক অংশ হওয়াতে ঐ জিলার মধ্যে যে সকল আইন ও বিধান চলন আছে তাহা ঐ জমীখণ্ডেতেও চলন হইবেক ইতি।

৩ ধারা। যে সকল দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদ্দমার হেতুর আরম্ভ কিম্বা যে সকল অপরাধ এই আইন জারী হইবার পূর্ব্বে উক্ত জমীখণ্ডের মধ্যে হইয়াছিল সেই সকল মোকদ্দমার বিচার উক্ত বান্দা জিলার আদালতে হইয়া নিষ্পত্তি হইতে পারে। এবং ঐ জিলাতে যে সাধারণ আইন ও বিধান চলন আছে তাহা উক্ত আদালত ঐ সকল মোকদ্দমার বিচারে ও নিষ্পত্তিতে চালাইবেন ও তদনুসারে কার্য্য করিবেন। কিন্তু যদি কোন দেওয়ানী মোকদ্দমায় দৃষ্ট হয় যে তাহার বিচারে ও নিষ্পত্তিতে ঐ আইন ও বিধান চালাইলে তাহা চালাওনেতে অন্যায়রূপ ফল জন্মিবেক তবে উক্ত আদালতের ক্ষমতা হইবেক যে যথার্থ্য ও ধর্ম্ম বিবেচনামতে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন ইতি।

৪ ধারা। পরন্তু সর্ব্বদা জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত জমীখণ্ডের মধ্যে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করণসময়ে, তাহা করিবার সম্পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আদালত কি ব্যক্তি ১৮৫৩ সালের উক্ত ৬ জুলাই তারিখের পূর্ব্বে যে মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন এমত দেওয়ানী কি ফৌজদারী কোন মোকদ্দমা কোন আদালত বিচার কি নিষ্পত্তি করিবেন না। এবং ১৮১৬ সালের উক্ত ৭ আইনের ৪ ধারার বিধানের মধ্যে যেং বিষয় আইসে তাহাছাড়া উক্ত জমীখণ্ডের মধ্যে ১৮৫৩ সালের ৩১ আগস্ট তারিখের পূর্ব্বের করা যে কোন কার্য্য সেই স্থানে তৎকালের চলিত বিধানের বিপরীত না ছিল তাহা এই আইনের বিধানক্রমে দণ্ডের যোগ্য অপরাধ জ্ঞান হইবেক না ইতি।

৫ ধারা। উক্ত ৭ আইনের ৩ কিম্বা ৪ ধারার বিধানের মধ্যের যে কোন অপরাধ কি দোষ এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহার

বিষয়ে এই আইনের কোন কথা খাটিবেক না। কিন্তু এই আইন জারী না হওয়ার মত ঐ দোষ কি অপরাধের বিচার ও দণ্ড হইবেক ইতি।

জর্জ প্লৌডন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারি।
JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

ইংরেজী ১৮৫৩ শাল। ২ ডিসেম্বর।

ইংরেজী ১৮৫৩ শালের ১৮ আইন।

সৈন্যেরদের ছাউনি স্থানে শরাবপ্রভৃতি বিক্রয়ের বিধান করিবার আইন।

যেহেতুক সৈন্যেরদের ছাউনি স্থানে শরাব ও ওয়াইন শরাব ও মাদক দ্রব্য বিক্রয়ের বিধান করা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা। সৈন্যেরদের কোন ছাউনি স্থানের মধ্যে কিম্বা তাহার চারি দিগের যে কোন সীমাতে গবর্ণমেন্টের হুকুমক্রমে এই আইনের বিধান বিস্তারিত হইয়া খাটিবেক (এবং তদ্বিষয়ের এক্তেলা প্রকাশ করা যাইবেক) সেই সীমার মধ্যে, যদি যুদ্ধের আইনের অনধীন কোন ব্যক্তি কিম্বা কোন বিক্রীওয়ালা কি সৈন্যেরদের সঙ্গেং গমনকারি কোন লোক ঐ স্থানে কর্ত্তৃত্ব-কারি সেনাপতি সাহেবের নিকটহইতে অনুমতি পত্র অথবা ঐ কর্ত্তৃত্বকারি সেনাপতি সাহেবের স্থানে ঐ প্রকার অনুমতি দিবার প্রচুর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকটহইতে অনুমতি পত্র না পাইয়া, কোন ইউরোপীয় সৈন্যকে কি তাহার ব্যবহারের নিমিত্তে, কিম্বা সৈন্যেরদের সঙ্গেং গমনকারি কি সৈন্যের স্ত্রী ইউরোপীয় কি ইউরেশীয় অর্থাৎ ইউরোপীয় লোকের ঔরস জাত সন্তান কোন ব্যক্তিকে কি তাহার ব্যবহারের নিমিত্তে, কোন শরাব কি ওয়াইন শরাব কি মাদক দ্রব্য জানিয়াশুনিয়া বিনিময় কি বিক্রয় করে কি যোগাইয়া দেয় কিম্বা বিনিময় কি বিক্রয় করিতে কিম্বা যোগাইয়া দিতে প্রস্তাব করে কি উদ্যোগ করে, তবে যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে সেই প্রকার শরাব কি ওয়াইন শরাব কি মাদক দ্রব্য বিনিময় কি বিক্রয় করে কি যোগাইয়া দেয় কিম্বা তাহা বিনিময় কি বিক্রয় করিতে কি যোগাইয়া দিতে প্রস্তাব কি উদ্যোগ করে সেই ব্যক্তির দোষ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সে পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে সম্পূর্ণ একমাসের অনধিক কোন মিয়াদ পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম বিশিষ্ট কি তাহাবিনা কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

২ ধারা। এই আইনের ১ ধারানুসারে যাহার দোষ সাব্যস্ত হইয়াছে এমত কোন ব্যক্তি যদি পরে দোষ করিয়া সেই ধারানুসারে তাহার দোষ

সাব্যস্ত হয় তবে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার অথবা কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা সম্পূর্ণ ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক। এবং এইরূপ গতিকে ঐ ছাউনির অথবা সীমার মধ্যে যে কোন শরাব কি ওয়াইন শরাব বা মাদক দ্রব্য ঐ দ্বিতীয় অপরাধ করণের সময়ে ঐ ব্যক্তির থাকে কিম্বা ঐ ব্যক্তির দখলে থাকে তাহা অন্য প্রমাণ না লইয়া এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ ইউরোপীয় সৈন্যেরদিগকে দিবার জন্যে ঐ ব্যক্তির দখলে আছে এই মত বোধ হইবেক এবং তাহা ক্রোক ও জব্দ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৩ ধারা। যদি সৈন্যেরদের সঙ্গে২ গমনকারি কোন ব্যক্তি কি সৈন্যসম্পর্কীয় মুশাহেরাদার কিম্বা কোন সৈন্যের কি সৈন্যেরদের সঙ্গে গমনকারি কোন ব্যক্তির কি সৈন্যসম্পর্কীয় মুশাহেরাদারের স্ত্রী কি বিধবা কর্ত্তৃত্বকারি সেনাপতি সাহেবের দস্তখৎ হওয়া পরমিট অর্থাৎ অনুমতি পত্র, অথবা তিনি অন্য যে কোন সেনাপতিকে এই আইনানুসারে পরমিট দিতে নিযুক্ত করেন তাঁহার দস্তখৎ হওয়া পরমিট বিনা, ঐ ছাউনি স্থানে কি সীমার মধ্যে এক শের অথবা কোর্টের অধিক কোন শরাব কি ওয়াইন শরাব স্থানান্তর করে কি আনায় কি আপন দখলে রাখে তবে দোষ সাব্যস্ত হইলে এমত প্রত্যেক ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং তৎপরে সেই দোষ করিলে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার কিম্বা কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা সম্পূর্ণ তিন মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৪ ধারা। সনদপ্রাপ্ত কোন সেনাপতি সাহেবের নিজব্যবহারের জন্যে যে শরাব ছাউনির মধ্যে আনা যায়, তাহার বিষয়ে এই আইনের ৩ ধারা খাটিবেক না ইতি।

৫ ধারা। এই আইনের বিধানের অধীন কোন ব্যক্তি যদি এই আইনের বিরুদ্ধ কোন অপরাধকরণেতে ধরা পড়ে তবে এই আইনানুসারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত পোলীসের কোন কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ ওয়ারন্টবিনা গ্রেফ্তার করিতে পারেন এবং সেই ব্যক্তির দখলে যে কোন শরাব কি ওয়াইন শরাব বা মাদক দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা এবং ঐ শরাব প্রভৃতি যে কোন পাত্রে থাকে তাহা এবং ঐ শরাব প্রভৃতি স্থানান্তর করিবার কি বহন করিবার অথবা লুকাইয়া রাখার জন্যে যে দ্রব্য ব্যবহার হইয়াছে তাহা ক্রোক করিতে পারেন এবং তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিকে সেই রূপ ক্রোকহওয়া জিনিস সমেত অবিলম্বে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা ঐ অপরাধির দণ্ড করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সেনাপতি সাহেবের সম্মুখে লইয়া যাইবেন ইতি।

৬ ধারা। যে কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারে কোন গ্রেফ্তার বা ক্রোক করণসময়ে পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের প্রতিবন্ধকতা করে সেই ব্যক্তি এবং পোলীসের যে কোন কর্ম্মকারক উপযুক্ত কারণ বিনা ঐ রূপ গ্রেফ্তার হওয়া ব্যক্তি কিম্বা ক্রোকহওয়া জিনিস মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা ঐ অপরাধের দণ্ড করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট অন্য সেনাপতি সাহেবের নিকটে তৎক্ষণাৎ লইয়া না যান সেই ব্যক্তির অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

৭ ধারা। পোলীসের যে প্রত্যেক কর্ম্মকারক এই আইনের ছলে উপযুক্ত কারণ বিনা ওয়ারন্ট না পাইয়া কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করেন কি কোন জিনিস ক্রোক করেন সেই ব্যক্তির অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন এবং যে ব্যক্তি ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছে সেই ব্যক্তি ঐ জরীমানার টাকা কিম্বা তাহার কোন অংশ পাইবেক মাজিষ্ট্রেট সাহেব এমত হুকুম করিতে পারেন ইতি।

৮ ধারা। কর্তৃত্বকারি সেনাপতি সাহেব, অথবা তিনি অন্য যে সেনাপতি সাহেবকে অনুমতি দিবার ক্ষমতা দেন তিনি, অথবা পোলীসের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মকারক সাহেব এই আইনের ৫ ধারার বিধির অনুসারে পোলীসের যে কর্ম্মকারককে কার্য্য করিতে সাধারণ কি বিশেষ ক্ষমতা না দেন এমত কোন কর্ম্মকারক ঐ ধারাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন না ইতি।

৯ ধারা। এই আইনানুসারে কোন অপরাধ সাব্যস্ত হইলে সাব্যস্তকারি মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে কোন শরাব কি ওয়াইন শরাব কি মাদক দ্রব্যের বিষয়ে অপরাধি ব্যক্তির দোষ সাব্যস্ত করিয়াছেন সেই শরাবপ্রভৃতি এবং ঐ অপরাধ করণের সময়ে অন্য যে কোন শরাব কি ওয়াইন শরাব কিম্বা মাদক দ্রব্য তাহার দখলে পাওয়া যায় তাহা এবং যে পাত্রে তাহা থাকে তাহা এবং সেই শরাবাদি অথবা তাহার কোন ভাগ বহন বা স্থানান্তর করণ কি লুকাওনের জন্যে যে জিনিস ব্যবহার হয় তাহা জব্দ করিবার হুকুম দিতে পারেন। এবং এই আইনানুসারে যে জরীমানা করা যায় তাহা আদায় হইলে তাহা সমুদয় কি তাহার কোন এক বা ততোধিক ভাগ যে ব্যক্তির সম্বাদ ক্রমে দোষ সাব্যস্ত হইয়াছে তাহাকে অথবা যে কর্ম্মকারক অপরাধিকে গ্রেফ্তার করিয়াছেন কি যে জিনিস জব্দ হইবার হুকুম হয় তাহা ক্রোক করিয়াছেন তাঁহাকে দিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম করিতে পারেন ইতি।

১০ ধারা। এই আইনের বিধির অনুসারে ক্রোকহওয়া যে জিনিসের বিষয়ে কোন ব্যক্তির অপরাধের অভিযোগ হয় সেই জিনিস যাবৎ যে

ব্যক্তির দখলে ধৃত হইয়াছিল সেই ব্যক্তির দোষ সাব্যস্ত না হয় কি সেই ব্যক্তি নির্দোষী না হয় তাবৎ আটক করিয়া রাখিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম দিতে পারেন। যদি সেই ব্যক্তি নির্দোষী হয় তবে ঐরূপ আটকহওয়া জিনিস তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। যদি তাহার দোষ সাব্যস্ত হয় তবে ঐ জিনিসের মধ্যে যাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা জব্দ হওনের হুকুম না হয় কেবল তাহা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক অবশিষ্ট সকল লইয়া ক্রোক হইবার মতে কার্য্য হইবেক ইতি।

১১ ধারা। এই আইনের বিধানমতে কোন হুকুমের কি দোষ সাব্যস্ত হওনের উপর কোন আপীল হইবেক না ইতি।

১২ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজারা এই আইনের বিধানের বিপরীত কোন দোষের জন্যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকায় দায়ী হইতে পারিবেক ইতি।

১৩ ধারা। বোম্বাই রাজধানীর মধ্যে বাজারের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বোম্বাই দেশের চলিত ১৮২৭ সালের ২২ আইনের ২৬ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত কোন মোকদ্দমায় যে প্রকারে ও যেপর্য্যন্ত এইক্ষণে দণ্ড করিতে পারেন সেই প্রকারে ও সেইপর্য্যন্ত এই আইনের বিধানের বিপরীত কোন দোষের নিমিত্ত কোন ব্যক্তির দণ্ড করিতে পারেন ইতি।

১৪ ধারা। যে কোন দ্রব্য ঔষধস্বরূপ ব্যবহার হয় সেই দ্রব্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত চিকিৎসক বা কিমীয় ব্যবসায়ী কি পসারির দ্বারা বিক্রয় অথবা যোগাওনের বিষয়ে এই আইন খাটিবেক না ইতি।

১৫ ধারা। এই আইনের অর্থ করণের সময়ে ছাউনি এই কথা কিম্বা কি গড় কিম্বা সৈন্যসম্পর্কীয় বাজারের স্থান বুঝাইবেক। "সৈন্য" এই কথা সনদ অপ্রাপ্ত সেনাপতিকেও বুঝাইবেক। "মাজিষ্ট্রেট" এই কথা জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট অথবা আইনমতে মাজিষ্ট্রেটী ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি অথবা কোন জুষ্টিস অফদি পীসকে বুঝাইবেক। "শরাব" এই কথা গাঁজাধরণের সময়ে বা গাজাধরা হইলে পর তাড়ীও বুঝাইবেক। এবং এক বচনের কথাতে বহু বচনও বুঝাইবেক, পুংলিঙ্গের কথাতে স্ত্রীলিঙ্গও বুঝাইবেক ইতি।

১৬ ধারা। এই আইন ১৮৫৪ সালের ১ জানুআরি তারিখের পূর্ব্বে আমলে আসিবেক না এবং গবর্ণমেন্টের কোন হুকুমমতে ছাউনি স্থানের চারিদিগের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট হয় সেই সীমার মধ্যে সেই হুকুম প্রকাশ হওনের তারিখের পর এক মাস অতীত না হইলে আমলে আসিবেক না। এবং এই আইনের বিধান বিস্তারিত করিয়া ছাউনি স্থানের চারি দিগের

কোন সীমায় খাটাইবার বিষয়ে কোন হুকুম সময়ে২ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা মতান্তর কি পরিবর্ত্তন কি রহিত করা যাইতে পারিবেক ইতি।

জর্জ, প্লৌডন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।
JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

ইংরেজী ১৮৫৩ শাল। ২ ডিসেম্বর।

ইংরেজী ১৮৫৩ শালের ১৯ আইন।

বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশে কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী আদালতে সাক্ষ্যবিষয়ক আইন সংশোধনের আইন।

যে হেতুক বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের দেওয়ানী আদালতে সাক্ষ্যবিষয়ক যে আইন চলন আছে তাহা, এবং ঐ২ আদালতে সাক্ষিরদিগকে হাজির করণের ও তাহারদের জোবানবন্দী লওনের এবং দলীল উপস্থিত করণের বিষয়ি বিধান সংশোধন করিবার আবশ্যক আছে, অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা। বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৩৩ ও ৭৩ ধারা যে পর্য্যন্ত এই আইনের বিধানের সঙ্গে না মিলে সেই পর্য্যন্ত এবং ঐ দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ১১ ধারার যে অংশ আদালতের যে হুকুম নামাতে জজ সাহেবের দস্তখৎ করণের বিশেষমতে হুকুম না হইয়াছে এমত কোন হুকুমনামাতে দস্তখৎ ও তাহা জারী করণের বিষয়ে সম্পর্ক না রাখে সেই অংশ, এবং ১৮৪৩ সালের ৬ আইনের ১ ধারার যে অংশেতে হুকুম হইয়াছে যে সাক্ষিদের জোবানবন্দী পূর্ব্বোক্ত ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ১১ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধানমতে লওয়া যাইবেক সেই অংশ ইহার দ্বারা রদ হইল ইতি।

২ ধারা। কোম্পানি বাহাদুরের কোন দেওয়ানী আদালতে কোন নম্বরী কি সরাসরী মোকদ্দমায় কিম্বা আপীলে অথবা কার্য্যে, এবং কোন আদালতের কিম্বা কার্য্যকারক সাহেবের অথবা আইনক্রমে কিম্বা উভয় পক্ষের অনুমতিক্রমে অন্য যে কোন ব্যক্তি সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তাঁহার সম্মুখে কোন সরাসরী মোকদ্দমাতে কিম্বা দেওয়ানী বিষয়ের অন্য কার্য্যেতে ঐ মোকদ্দমা কি আপীল কিম্বা কার্য্যেতে লিপ্ত কোন ব্যক্তির এমত ক্ষমতা ও অধিকার থাকিবেক যে ঐ মোকদ্দমাপ্রভৃতিতে লিপ্ত না হইলে যে প্রকারে সাক্ষ্য দিতে পারিত সেই প্রকারে আপনার পক্ষে কিম্বা ঐ মোকদ্দমায় কি আপীলে কিম্বা কার্য্যে লিপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষিস্বরূপ সাক্ষ্য দেয়। পরন্তু জানা কর্ত্তব্য যে, মোকদ্দমায় কি

আপীলে কিম্বা কার্য্যেতে লিপ্ত যে কোন ব্যক্তি আপনি তাহাতে সাক্ষী হইতে প্রস্তাব করে তাহার জোবানবন্দী যদি এই আইনের ৩২ কি ৩৮ ধারামতে এবং ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধানমতে না লওয়া যায় তবে মোকদ্দমাতে লিপ্ত সকল ব্যক্তির সম্মতি না হইলে খোলা কাছারী বিনা অন্য স্থানে লওয়া যাইবেক না এবং দেশের আচার ও দাঁড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আদালত যে প্রকার হুকুম করেন সেই প্রকারে লওয়া যাইবেক ইতি।

৩ ধারা। কোন ব্যক্তির কোন মোকদ্দমার ফলেতে কিম্বা মোকদ্দমার সংক্রান্ত বিষয়ে কোন সম্পর্ক থাকাপ্রযুক্ত কিম্বা মোকদ্দমাতে লিপ্ত কোন ব্যক্তির সঙ্গে কুটুম্বতা থাকাপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তি এমত কোন মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার অযোগ্য হইবেক না ইতি।

৪ ধারা। স্বামী আপন ভার্য্যার কিম্বা ভার্য্যা আপন স্বামির পক্ষে কি বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারিবেক পরন্তু এমত স্থলে আবশ্যক যে ঐ জোবানবন্দী দেশের আচার ও দাঁড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আদালত যে প্রকার হুকুম করেন সেই প্রকারে খোলা কাছারীতে লওয়া যাইবেক অথবা এই আইনের ৩২ কি ৩৮ ধারানুসারে ও ঐ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধানমতে লওয়া যাইবেক ও পাঠ করা যাইবেক। আরো জানা কর্ত্তব্য যে বিবাহিত অবস্থায় থাকন কালে স্বামী আপন ভার্য্যাকে কিম্বা ভার্য্যা আপন স্বামিকে যে কোন কথা জ্ঞাপন করে তাহা গোপনীয় কথা জ্ঞান হইবেক, এবং ঐ স্বামী ও ভার্য্যার মধ্যে উপস্থিত থাকা মোকদ্দমাতে যে বিষয় লইয়া বিবাদ হয় তাহার সম্পর্কীয় কথা না হইলে, যে ব্যক্তি সেই কথা জ্ঞাপন করিয়াছিল তাহার সম্মতি বিনা ঐ কথা প্রকাশ করা যাইবেক না ইতি।

৫ ধারা। মোকদ্দমাতে লিপ্ত কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার একপক্ষ না হইলে তাহার সাক্ষ্য যেপ্রকারে ও যে হুকুমমতে এবং যে বিধানানুসারে বলপূর্ব্বক লওয়া যাইতে পারিত এবং তাহার দখলে ও অধিকারে যে কোন দলীল থাকে তাহা উপস্থিত করাণ যাইতে পারিত সেইপ্রকারে ও সেই হুকুমমতে ও সেই বিধানানুসারে ঐ মোকদ্দমায় তাহার জোবানবন্দী বলপূর্ব্বক লওয়া যাইতে ও দলীল উপস্থিত করাণ যাইতে পারিবেক। কিন্তু এই আইনের মধ্যে যে স্থলে অন্যরূপ বিধান আছে সেই স্থলে হইবেক না। পরন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি ঐ মোকদ্দমাতে লিপ্ত ব্যক্তি আদালতের হৃদ্বোধ করায় যে ঐ মোকদ্দমায় যে বিষয়ের তহকীক হইতেছে তাহার কোন প্রয়োজনীয় বিষয় তাহার নিজের কিছু জানা নাই এবং সেই মোকদ্দমায় সে কোন প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য দিতে পারে না, তবে এমত মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে এমত ব্যক্তিকে কোন আদালতের জোর করিয়া হাজির করাইবার আবশ্যক হইবেক না। এই প্রকরণের কোন কথার দ্বারা মোকদ্দমাতে লিপ্ত কোন

ব্যক্তি এমত মুক্ত নহে যে তাহার নামে কোন দলীল উপস্থিত করিবার সমন হইতে পারে না ইতি।

৬ ধারা। যে মোকদ্দমা শুনিবার নিমিত্তে আদালতের দাঁড়ামতে দিন নিরূপণ হইয়া থাকে সেই মোকদ্দমায় বাদি প্রতিবাদিরা আপনারদের দলীলদস্তাবেজ ও সাক্ষিরদের ইসমনবীসী দাখিল করিলে পর আদালত লিখিত হুকুমের দ্বারা সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার ও মোকদ্দমা শুনিবার একদিন নিরূপণ করিবেন কিন্তু সেই দিন ঐ হুকুমের তারিখের পর পনের দিনের কম হইবেক না ইতি।

৭ ধারা। কোন মোকদ্দমায় সাক্ষিরদের যে ইসমনবীসী দাখিল করিতে হইবেক তাহার মধ্যে, ইসমনবীসী দাখিল করণিয়া ব্যক্তি যে সকল সাক্ষিরদিগকে সাক্ষিস্বরূপ তলব করিতে মানস করে অথবা সাক্ষ্য দিবার কিম্বা কোন দলীল দাখিল করিবার নিমিত্তে যাহারদের নামে সমন পাঠাইবার বিষয়ে প্রার্থনা করে তাহারা মোকদ্দমাতে লিপ্ত হউক কি না হউক তাহারদিগের নাম এবং যে সকল দলীল দাখিল হইবার বিষয়ে প্রার্থনা করে তাহার তালিকা লেখা থাকিবেক ইতি।

৮ ধারা। যদি মোকদ্দমার কোন বাদী কি প্রতিবাদী ঐ মোকদ্দমাতে লিপ্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে সাক্ষিস্বরূপ হাজির করাইতে চাহে তবে ঐ ব্যক্তিকে হাজির করাইবার নিমিত্তে তাহার নামে সমন দিবার হুকুম হইবার বিষয়ে আপনি কিম্বা উকীলের দ্বারা আদালতে বিশেষ দরখাস্ত করিবেক এবং ঐ দরখাস্তের পোষকতার্থে আদালতের খাতিরজমামতে মাতবর হেতু দর্শাইবেক, তাহা না করিলে সমন জারী হইবেক না। যে মোকদ্দমায় আদালতের দাঁড়ামতে শুননির দিন নিরূপণ হয় সেই মোকদ্দমায় ঐ দিন নিরূপণের পূর্ব্বে ঐ দরখাস্ত করা যাইবেক ইতি।

৯ ধারা। মোকদ্দমাতে লিপ্ত যে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষিস্বরূপ হাজির করাইবার বিষয়ে প্রার্থনা হয় তাহার উকীল দরখাস্ত করিলে, কিম্বা এমত দরখাস্ত না হইলেও আদালত উপযুক্ত বোধ করিলে, ঐ হুকুম করণের পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার উকীলকে এত্তেলা দিবেন। তাহাতে ঐ ব্যক্তির হাজির হইয়া সাক্ষ্য না দিবার কারণ দর্শাইবার জন্যে এক দিন নিরূপণ করিবেন এবং যদি আবশ্যক হয় তবে সময়েং বিশিষ্ট ও মাতবর হেতুতে ঐ কার্য্যের নিমিত্তে মিয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারেন ইতি।

১০ ধারা। ১ প্রথম প্রকরণ। — যে কারণ দর্শান যায় তাহার পোষকতার্থে আদালত ঐ ব্যক্তির লিখিত এজহার গ্রাহ্য করিবেন কিন্তু ঐ এজহারেতে তাহার দস্তখৎ করিতে হইবেক এবং ঐ ব্যক্তি স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা তাহা আদালতে দাখিল করিবেক।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। — যে ব্যক্তি এমত এজহার করে সে যদি জানিয়াশুনিয়া ও দুষ্টতা করিয়া তাহার মধ্যে কোন মিথ্যা কথা লেখে তবে সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথের দোষী জ্ঞান হইবেক এবং তাহার বিপরীত মোকদ্দমার কার্য্য চলিবেক এবং দোষ সাব্যস্ত হইলে তদনুসারে দণ্ড পাইবেক ইতি।

১১ ধারা। সেই নিরূপিত দিবসে কিম্বা আদালত কারণ দর্শাইবার নিমিত্তে তাহার পর অন্য যে দিন পর্য্যন্ত মিয়াদ বৃদ্ধি করেন সেই দিনে যদি কোন মাতবর কারণ দর্শান না যায় তবে আদালত জোরপূর্ব্বক ঐ ব্যক্তিকে হাজির করাইবার ও সাক্ষ্য দেওয়াইবার জন্যে সমন জারী করাইবেন ইতি।

১২ ধারা। যে ব্যক্তির কোন প্রয়োজনীয় দলীল উপস্থিত করিবার বিষয়ে প্রার্থনা হয় এমত প্রত্যেক ব্যক্তির নামে আদালত, মোকদ্দমার বাদী কি প্রতিবাদী কিম্বা তাহার উকীলের দরখাস্তমতে, সমন জারী করিতে পারেন সাক্ষ্য দেওনার্থে কি দলীল উপস্থিত করণার্থে কোন ব্যক্তিকে হাজির করিবার কোন সমন জারী হইবার পূর্ব্বে সাক্ষির প্রতি যে আদালতে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে হুকুম হয় সেই আদালতে তাহার আসিবার ও তথাহইতে ফিরিয়া যাইবার যত রাহাখরচ এবং অন্যান্য খরচ ও সেই আদালতে হাজির থাকিবার এক দিনের যত খরচ আদালত ওয়াজীব বোধ করেন তাহা যে বাদি কি প্রতিবাদির দরখাস্তমতে ঐ সমন জারী হইবেক তাহার আদালতে দাখিল করিতে হইবেক। আদালতে যত খরচ দাখিল করিতে হইবেক তাহা ঐ আদালত কোন আদালতের কি বোর্ডের অধীন থাকিলে যদি সেই আদালতের কি বোর্ডের কোন বিধান নির্দ্দিষ্ট থাকে তবে সেই বিধানের প্রতি মনোযোগ করিয়া নিরূপণ হইবেক। যদি সাক্ষির উপর সমন জারী করা যাইতে পারে তবে তাহা জারী করণ সময়ে আদালতে উক্ত প্রকারে দাখিল করা খরচ সাক্ষিকে দিবার প্রস্তাব হইবেক। যে আদালতের সম্মুখে কোন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেওনার্থে কি কোন দলীল উপস্থিত করণার্থে সমন কি এত্তেলানামাক্রমে হাজির হয় সেই আদালত হুকুম করিতে পারেন যে উক্ত প্রকারে যে খরচ আদালতে দেওয়া গিয়াছে তদতিরিক্ত হাজিরহওয়া ব্যক্তির রাহাখরচ এবং অন্য খরচের নিমিত্তে এবং সমন কি এত্তেলাক্রমে তাহার হাজির থাকিবার খরচের নিমিত্তে অধিক যত আবশ্যক বোধ হয় তত যে ব্যক্তির দরখাস্ত মতে সমন কি এত্তেলানামা জারী হয় সেই ব্যক্তি ঐ হাজিরহওয়া ব্যক্তিকে দেয় এবং যদি ঐ খরচ দিতে ত্রুটি করে তবে যে ব্যক্তির প্রতি তাহা দিতে হুকুম হয় তাহার সম্পত্তি ক্রোক ও নীলামের দ্বারা ঐ খরচ উসুল করিবার হুকুম করিতে পারেন এবং যাবৎ ঐ খরচ না দেওয়া

যায় তাবৎ সাক্ষির জোবানবন্দী দিবার কি কোন দলীল উপস্থিত করিবার নিতান্ত আবশ্যক হইবেক না ইতি।

১৩ ধারা। সাক্ষ্য দেওনার্থে কি দলীল উপস্থিত করণার্থে সাক্ষির হাজির হইবার প্রত্যেক সমনেতে, যাহাকে সাক্ষি করিবার মানস আছে তাহাকে সমনে যে সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই সময়ে ও স্থানে হাজির হইবার হুকুম হইবেক, এবং যে অভিপ্রায়ে অর্থাৎ সাক্ষ্য দেওনের নিমিত্তে কি দলীল উপস্থিত করণের নিমিত্তে কিম্বা উভয় অভিপ্রায়ে তাহাকে হাজির হইবার হুকুম হইতেছে তাহা তাহাতে লেখা থাকিবেক। মোকদ্দমাতে লিপ্ত হউক কি না হউক কোন সাক্ষির যদি হাজির হইবার, এবং তাহার নামে সমন জারীকরণিয়া ব্যক্তির কথা মতে তাহার দখলে কি এখতিয়ারে যে দলীল থাকে এমত কোন দলীল উপস্থিত করিবার প্রার্থনা হয় তবে ঐ দলীল লইয়া আদালতে উপস্থিত হইবার হুকুম সমনের মধ্যে লেখা যাইবেক, এবং যে দলীল উপস্থিত করিতে ঐ সাক্ষিকে এই প্রকার হুকুম দেওয়া যায় সেই দলীল সমনের মধ্যে এমন নির্দ্দিষ্ট করা যাইবেক যে তাহা উপযুক্তমতে নিশ্চয় করিয়া জানা যায় ইতি।

১৪ ধারা। যদি হইতে পারে তবে এইমত প্রত্যেক সমনের দ্বারা যে ব্যক্তির হাজির হইবার হুকুম হয় তাহাকে আসল সমন দেখাইয়া এবং সেই সময়ে তাহার এক নকল তাহাকে দিয়া বা দিবার প্রস্তাব করিয়া তাহার উপর সমন জারী হইবেক ইতি।

১৫ ধারা। সাক্ষির হাজির হইবার নিমিত্তে যে সময় সমনে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার পূর্ব্বে এমত সময়ে ঐ সমন জারী করিতে হইবেক যে সাক্ষী প্রস্তুত হইবার ও যে স্থানে হাজির হইবার হুকুম হয় সেই স্থানে গমন করিবার ওয়াজীবী সময় পায় ইতি।

১৬ ধারা। কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার এক পক্ষ হউক কি না হউক তাহার নামে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে সমন না হইয়াও দলীল উপস্থিত করিবার নিমিত্তে সমন হইতে পারে এবং যে কোন ব্যক্তির নামে কেবল দলীল উপস্থিত করিবার সমন হয় সে ব্যক্তি যদি দলীল উপস্থিত করণার্থে আপনি হাজির না হইয়া অন্যের দ্বারা ঐ দলীল উপস্থিত করে তবে সমনমতে কর্ম্ম করিয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

১৭ ধারা। যে কোন ব্যক্তির নামে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে সমন হয় তন্নিমিত্তে যে সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সময়ে ও স্থানে তাহার নিতান্ত হাজির হইতে হইবেক ইতি।

১৮ ধারা। যে কোন ব্যক্তি দলীল উপস্থিত করিবার নিমিত্তে হাজির হয় তাহাকে সাক্ষিস্বরূপ শপথ না করাইয়া কি তাহার জোবানবন্দী না লইয়া তাহার প্রতি ঐ দলীল উপস্থিত করিতে হুকুম হইতে পারিবেক ইতি।

১৯ ধারা। যে মোকদ্দমাতে কি কার্য্যেতে যে সাক্ষির নামে সমন হয় সে যদি তাহার এক পক্ষ না হয় তবে তাহার নিজের কোন দলীলদস্তাবেজ দাখিল করিতে আবশ্যক হইবেক না। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা উপস্থিত করিবার বিষয়ে দরখাস্ত করে তাহার সঙ্গে অথবা অন্য যে ব্যক্তির দ্বারা সে দাওয়া করে তাহার সঙ্গে যদি ঐ সাক্ষী তাহা উপস্থিত করিতে করার লিখিয়া দিয়াছে তবে তাহা নিতান্ত দাখিল করিতে হইবেক ইতি।

২০ ধারা। কোন সাক্ষী মোকদ্দমার এক পক্ষ হউক কি না হউক সে রাজসংক্রান্ত কার্য্যের সম্পর্কীয় যে কোন দলীল উপস্থিত করণের দ্বারা রাজকার্য্যের অপকার সম্ভাবনা এইমত দলীল উপস্থিত করিতে, কিম্বা অন্য ব্যক্তির যে কোন দলীল তাহার হাতে থাকে সে দলীল যাহার হয় সেই ব্যক্তির দখলে তাহা থাকিলে যদি তাহার তাহা উপস্থিত করিবার আবশ্যক হইত না তবে ঐ সাক্ষিরও তাহা উপস্থিত করিতে আবশ্যক হইবেক না ইতি।

২১ ধারা। সাক্ষী মোকদ্দমাতে লিপ্ত হইলে তাহার দখলে কি এখ্তিয়ারে যে কোন দলীল উপস্থিত করিবার বিষয়ে মোকদ্দমার যে বাদী কি প্রতিবাদী প্রার্থনা করে তাহার মোকদ্দমার সঙ্গে ঐ দলীল সম্পর্ক না রাখিলে কি তাহাতে দরকারী না হইলে তাহা দাখিল করিতে ঐ সাক্ষির আবশ্যক হইবেক না কিম্বা কোন উকীল কি মোখ্তারের সঙ্গে ঐ সাক্ষির যে কোন লিখনপঠন হইয়াছে তাহাও উপস্থিত করিতে ঐ সাক্ষির আবশ্যক হইবেক না। পরন্তু মোকদ্দমাতে লিপ্ত কোন ব্যক্তি যদি আপনি সাক্ষ্য দিতে প্রস্তাব করে তবে তাহার জিম্মায় কি দখলে কি এখ্তিয়ারে এমত যে কোন লিখন পঠন উপস্থিত করিবার বিষয়ে মোকদ্দমার যে বাদী কি প্রতিবাদী প্রার্থনা করে তাহার মোকদ্দমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিলে কিম্বা তাহাতে দরকারী হইলে সেই লিখনপঠন তাহার অবশ্য উপস্থিত করিতে হইবেক ইতি।

২২ ধারা। যে প্রত্যেক সাক্ষির নামে দলীল উপস্থিত করিবার সমন হয় তাহার জিম্মার কি দখলে কি এক্তিয়ারে যদি সেই দলীল থাকে তবে তাহার সেই দলীল অবশ্য আদালতে উপস্থিত করিতে কিম্বা করাইতে হইবেক এবং যে ব্যক্তি তাহার বিষয়ে প্রার্থনা করে তাহার সেই দলীল উপস্থিত করাইবার অধিকারের বিষয়ে কোন মাতবর আপত্তি থাকিলেও কিম্বা ঐ দলীল সাক্ষ্যস্বরূপ পাঠ করিবার কিম্বা দাখিল করিবার বিষয়ে কিম্বা তাহার লিখিত কথা প্রকাশকরিবার বিষয়ে মাতবর আপত্তি থাকিলেও তাহা উপস্থিত করিতে হইবেক। দলীল উপস্থিতকরণিয়া ব্যক্তি এইমত যে কোন আপত্তি করে তাহার মাতবরী আদালত নিশ্চয় করিবেন। এবং ঐ মাতবরী আরো উত্তমরূপে নিশ্চয় করিবার জন্যে, ঐ দলীল উপস্থিতকরণিয়া ব্যক্তি

তাহার বিষয়ে গ্রাহ্য যে কোন সাক্ষ্য দেয় তাহা আদালত লইতে পারিবেন এবং আদালত ঐ দলীল দেখিয়া লইতে পারেন এবং যদি আবশ্যক হয় তবে ঐ দলীলের অর্থ করিবার জন্যে যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাহার সাহায্য লইতে পারেন। পরন্তু এমত ব্যক্তিকে পূর্ব্বে শপথ করাণ যাইবেক যে সে ঐ দলীলের প্রকৃত অর্থ কেবল আদালতকে জানাইবেক এবং যদি আদালত সেই দলীল সাক্ষ্যস্বরূপ দাখিল করণের বিষয়ে হুকুম না করেন তবে তাহার মর্ম্ম আদালত ভিন্ন অন্য কোন কাহাকে জানাইবেক না যদি ঐ আদালতের এমত বোধ হয় যে ঐ দলীল দাখিল করাণ উচিত নহে তবে ঐ আদালত তাহার মর্ম্ম বাদিপ্রতিবাদিদিগকে জ্ঞাত করিবেন না কিম্বা তাহার বিষয়ে কিছু টুকিয়া রাখিবেন না কিম্বা ফয়সলাতে কি রুবকারীতে তাহার মর্ম্মের কি ফলের বিষয় কিছুই উল্লেখ করিবেন না কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ দলীল উপস্থিত করিল তাহাকে তাহা একেবারে ফিরাইয়া দিবেন। পরন্তু ঐ দলীল ফিরাইয়া দিবার পূর্ব্বে তাহা চিনিবার জন্যে তাহাতে এক চিহ্ন দিবেন, এবং আপন রোয়দাদে লিখিবেন যে অমুক চিহ্নেতে (যে চিহ্ন দেওয়া যায় তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবেন) চিহ্নিত এক দলীল অমুকের দ্বারা (যে ব্যক্তি ঐ দলীল উপস্থিত করিবার বিষয়ে দরখাস্ত করিয়াছিল তাহার নাম উল্লেখ হইবেক) তলব হইয়াছিল এবং (নাম উল্লেখ করিয়া) অমুক যে ব্যক্তির দখলে ঐ দলীল ছিল সে তাহা দাখিল করণের বিষয়ে আপত্তি করিল, এবং যদি সেই আপত্তির কোন হেতু থাকে তবে তাহা এবং আদালত যে২ হেতুতে ঐ দলীল দাখিল করাইলেন না সেই২ হেতুও আপন রুবকারীতে লিখিবেন। যদি ঐ আদালত কোন দলীল উপস্থিত করাওণ বিষয়ে অথবা তাহা সাক্ষ্য স্বরূপ গ্রাহ্য করণ বিষয়ে নারাজ হন্ তবে জাবেতামতে আপীল হইলে ঐ আপীল আদালত ঐ দলীল উপস্থিত করাইতে পারেন এবং যদি ঐ আদালত বোধ করেন যে ঐ দলীল পূর্ব্বে বল পূর্ব্বক দাখিল করাওণ উচিত ছিল কিম্বা তাহা সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য করা উচিত ছিল তবে ঐ আপীল আদালত আপনি তাহা দাখিল করাইতে এবং সাক্ষ্য স্বরূপ গ্রাহ্য করিতে পারেন এবং মোকদ্দমায় অন্য যে সাক্ষ্য দেওয়া গিয়াছে তাহার সঙ্গে ঐ দলীলও লইয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারেন ইতি।

২৩ ধারা। কোন কৌন্সেলী কি মোখ্তার কিম্বা উকীলকে স্বীয় পদোপলক্ষে কর্ম্ম করণ কালে তাঁহার মওক্কেল যে কোন কথা তাঁহাকে জানান কিম্বা তিনি স্বীয় পদোপলক্ষে মওক্কেলকে যে কোন পরামর্শ দেন তাহা অথবা স্বীয় পদোপলক্ষে কর্ম্ম করণ কালে তাঁহার মওক্কেলের কোন দলীলের যে মর্ম্ম অবগত হইয়াছেন তাহা তাঁহার মওক্কেলের সম্মতি বিনা প্রকাশ করিবেন না। পরন্তু তাহা গোপনে রাখিবার যে অধিকার তাহা

মওক্কেলের। অতএব যদি মোকদ্দমাতে লিপ্ত কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছামতে তাহাতে সাক্ষ্য দেয় তবে সে আপনার উক্ত অধিকার ত্যাগ করিয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত যে কোন বিষয় মোকদ্দমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে ও মওক্কেলের উক্ত অধিকার না থাকিলে কৌন্সেলী কি মোখ্‌তার কি উকীলের অবশ্য প্রকাশ করিতে হইত সেই বিষয়ে ঐ কৌন্সেলী কি মোখ্‌তার কি উকীলের দ্বারা প্রকাশ হইবার বিষয়ে সম্মত হইয়াছে ইহা ঐ কার্য্যের দ্বারা বোধ হইবেক। এবং সেই বিষয় ঐ কৌন্সেলী কিম্বা মোখ্‌তার বা উকীলের জোবানবন্দী লওন সময়ে অবশ্য প্রকাশ করিতে হইবেক ইতি।

২৪ ধারা। কোন সাক্ষী মোকদ্দমাতে লিপ্ত হউক কি না হউক যদি সাক্ষ্য দেওনের কিম্বা দলীল উপস্থিত করণের কোন সমন তাহার উপর জারী হইয়াছে আর সে যদি ন্যায্য ওজর বিনা এই আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ সমন মতে কার্য্য না করে অথবা হাজির হইয়া কিম্বা আদালতে উপস্থিত থাকিয়া আদালত হুকুম করিলে সে যদি ন্যায্য ওজর বিনা সাক্ষ্য দিতে কিম্বা আপনার জোবানবন্দীতে দস্তখৎ করিতে অথবা পূর্ব্বোক্ত সমনে নির্দ্দিষ্ট যে কোন দলীল তাহার জিম্মায় কি এখ্‌তিয়ারে আছে তাহা উপস্থিত করিতে অস্বীকার করে তবে আদালতের এমত সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও শক্তি থাকিবেক যে ঐ সাক্ষিকে গ্রেপ্তার করিতে এবং আদালতে হাজির করিতে অথবা যদি সেই ব্যক্তি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত আছে তবে তাহাকে কয়েদ করিতে নাজিরকে লিখিত হুকুম দেন। এবং ঐ আদালত ঐ সাক্ষির কসুর কি অস্বীকার করণ প্রযুক্ত তাহার পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন ঐ জরী মানা তাহার সম্পত্তি ক্রোক ও নীলামের দ্বারা আদায় হইতে পারিবেক এবং যাবৎ ঐ ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে কি জোবানবন্দীতে দস্তখৎ করিতে অথবা ঐ দলীল উপস্থিত করিতে স্বীকার না করে তাবৎ তাহাকে কঠিন কয়েদ করিতে পারেন। এবং উক্ত প্রকার কোন জরীমানা ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করণের দ্বারা উসুল ও আদায় হইবেক। পরন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারার বিধানমতে যে কোন জরীমানার হুকুম হয় তাহা মোকদ্দমাতে বিরোধীয় সম্পত্তির মুল্যের অধিক হইবেক না। যদি এমত কোন ব্যক্তি পলায় কিম্বা এমত রূপোশ হয় যে তাহাকে ধরা যায় না কিম্বা আদালতে হাজির করা যায় না তবে যে সাক্ষির উপর সমন জারী হইতে না পারে তাহার বিষয়ে এই আইনের ২৭ ধারাতে যে রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে সেইরূপে ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক ও নীলামের যোগ্য হইবেক। যদি সেই ব্যক্তি মোকদ্দমার এক পক্ষ হয় তবে পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্টমতে কার্য্য না করিয়া আদালতের এমত ক্ষমতা থাকিবেক যে সাক্ষী যদি ফরিয়াদী কি আপেলান্ট কি দরখাস্তকারী হয় তবে তাহার নালিশ কি আপীল কি দরখাস্ত খরচাসমেত ডিস-

মিস করেন এবং সেই খরচা তাহার শিরে পড়িবেক। অথবা যদি সেই ব্যক্তি আসামী কি রেস্পাণ্ডেন্ট হয় তবে ঐ আশামীর কি রেস্পাণ্ডেন্টের বিরুদ্ধে ঐ মোকদ্দমার একতরফা শুননি ও নিষ্পত্তি করেন। যদি এমত কোন নালিশ কি আপীল বা দরখাস্ত উক্ত হেতুতে ডিসমিস হয় তবে ফরিয়াদী কিম্বা দরখাস্ত কারী সেই বিষয়ে অন্য কোন দরখাস্ত কি আপীল কি নালিশ উপস্থিত করিতে পারিবেক না ইতি।

২৫ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে কিম্বা দলীল উপস্থিত করিতে সমন হইলে আদালত যে প্রকারে ও যে বিধানমতে তাহার জোবানবন্দী লইতে পারিতেন ও তাহাকে দলীল উপস্থিত করাইতে পারিতেন এবং আদালতের হুকুম না মানিলে তাহার যে প্রকার দণ্ড করিতে পারিতেন সেই প্রকারে ও সেই বিধান মতে আদালতে যে কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকে সে মোকদ্দমাতে লিপ্ত হউক, কি না হউক তাহাকে আদালত জোবানবন্দী দিতে হুকুম করিতে পারিবেন এবং বলপূর্ব্বক তাহার জোবান বন্দী লইতে পারিবেন এবং তখনি সেখানে তাহার দখলে কি এখতিয়ারে যে দলীল নিশ্চয় আছে তাহা তাহাকে দাখিল করাইতে পারিবেন এবং আদালতের হুকুম মানিতে যদি কোন মতে অস্বীকার করে তবে তাহার সেই প্রকারে ও সেই বিধানমতে দণ্ড করিতে পারিবেন ইতি।

২৬ ধারা। মোকদ্দমাতে লিপ্ত হউক কি না হউক যে কোন ব্যক্তির উপর হাজির হইয়া জোবানবন্দী দিবার অথবা দলীল উপস্থিত করিবার সমন জারী হয় সে যদি ন্যায্য ওজরবিনা ঐ সমন মানিতে কসুর করে কি অস্বীকার করে অথবা যদি প্রমাণ হয় যে ঐ সমন তাহার উপর জারী না হইবার নিমিত্তে সেই ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে কি দেখা দেয় নাই, এবং আদালতে উপস্থিত থাকা কোন ব্যক্তিকে আদালত জোবানবন্দী দিতে কিম্বা তাহার দখলে যে দলীল থাকে তাহা দাখিল করিতে হুকুম করিলে যদি সে ব্যক্তি ন্যায্য ওজরবিনা জোবানবন্দী দিতে কিম্বা আপন জোবানবন্দীতে দস্তখৎ করিতে কিম্বা তাহার দখলে যে দলীল আছে তাহা দাখিল করিতে অস্বীকার করে তবে ঐ ব্যক্তির প্রতি এই আইনের অনুসারে যে কোন কার্য্য হইতে পারে তদতিরিক্ত যে ব্যক্তির দরখাস্তমতে ঐ সমন জারী হইয়াছিল অথবা যাহার প্রার্থনামতে তাহাকে জোবানবন্দী দিতে কি দলীল দাখিল করিতে হুকুম হইয়াছিল তাহার যে সকল ক্ষতি ঐ কসুর করণ কি অস্বীকার করণ কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে পলাইয়া যাওন কি দেখা না দেওনের দ্বারা হইয়াছে তন্নিমিত্তে ঐ কসুর প্রভৃতি করণিয়া ব্যক্তি তাহার নিকটে দায়ী হইবেক এবং সেই ব্যক্তি দেওয়ানী মোকদ্দমাতে আপনার ক্ষতি পূরণ পাইতে পারে ইতি।

২৭ ধারা। কোন ব্যক্তি মোকদ্দমায় লিপ্ত হউক কি না হউক তাহার নামে সাক্ষ্য দেওনার্থে কিম্বা দলীল উপস্থিত করণার্থে হাজির হইবার সমন জারী হইলে যদি উপযুক্ত অনুসন্ধান করণের পর তাহাকে না পাওয়া যায় (এবং ঐ রূপ অনুসন্ধান হওনের বিষয় নাজির আপন রিটর্ণের মধ্যে জানাইবেন) তবে ঐ সাক্ষির জোবানবন্দী কিম্বা ঐ দলীল উপস্থিত করণ নিতান্ত আবশ্যক এবং তাহার উপর সমন জারী না হইবার নিমিত্তে ঐ সাক্ষী পলায়ন করে কিম্বা দেখা না দেয় এবং উপযুক্ত অনুসান্ধান করণের পর তাহাকে পাওয়া গেল নাকি সমন তাহার উপর জারীহইতে পারিল না এমত প্রমাণ হইলে, আদালত দুই জন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের সম্মুখে ও তাহাদের দস্তখৎক্রমে এক ইশ্‌তিহারনামা তাহার ঘরে বা সামান্য বাসস্থানে কি তাহার নিকটে সকল লোকের দৃষ্টি গোচর কোন স্থানে লট্‌কাইতে পারেন। ঐ ইশ্‌তিহার নামাতে হুকুম হইবেক যে সেই ব্যক্তি ঐ ইশ্‌তিহারনামার লিখিত সময়ে ও স্থানে সাক্ষ্য দিবার কিম্বা ঐ দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে হাজির হয়। এবং যদি ঐ ব্যক্তি ঐ ইশ্‌তিহারনামার লিখিত সময়ে ও স্থানে হাজির না হয় এবং আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হয় যে ঐ সাক্ষিকে পাওয়া যায় না তবে আদালতের যত টাকা উচিত বোধ হয় তত টাকার তাহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আদালতের হুকুমমতে ক্রোক ও বিক্রয় হইবার যোগ্য হইবেক। কিন্তু বাকী খাজনার বাবৎ ক্রোক করিতে হইলে যে২ দ্রব্য ক্রোক হইতে পারে না উক্ত সাক্ষিরও সেই২ দ্রব্য ক্রোক হইবেক না। পরন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ক্রোক ও নীলামের ঐ হুকুম যদি সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন কোন আদালতের দ্বারা দেওয়া যায় তবে ঐ অধীন আদালতের হুকুমের উপর যে আদালতে সামান্যত আপীল হইতে পারে সেই আদালতে ঐ হুকুমের তারিখের পর এক মাসের মধ্যে তাহার উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে। এবং ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইলে ক্রোক করণের নিয়ম ও মিয়াদের বিষয়ে এবং নীলামের স্থান ও প্রকারের বিষয়ে এবং ক্রোক হওয়া ও নীলামের এত্তেলা দেওয়া সম্পত্তির উপর তৃতীয় ব্যক্তির দাওয়ার বিষয়ে যে২ বিধি যে সময়ে চলন থাকে সেই সেই বিধি এই প্রকার নীলামের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

২৮ ধারা। ১ প্রথম প্রকরণ। যে ব্যক্তি ক্রোকের বিষয়ে দরখাস্ত করে সেই ব্যক্তি সেই ক্রোকের খরচা প্রথমে দিবেক। এবং যদি সাক্ষী উপস্থিত হইয়া আদালতের খাতিরজমামতে জ্ঞাত করে যে আমি সমন জারী না হইবার অভিপ্রায়ে পলায়ন করি নাই কি রূপোশ হই নাই এবং তাহার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে হাজির হইতে পারিবার জন্যে পূর্ব্বে উপযুক্ত সময়ে ঐ ইশ্‌তিহারনামার এত্তেলা পাই নাই তবে যে আদালত হইতে সমন ও ক্রোকী পরও-

মানা বাহির হয় সেই আদালত সম্পত্তি নীলাম করিবেন না কিন্তু তাহা ক্রোক হইতে খালাস হইবার হুকুম করিবেন। ঐ সাক্ষী উপস্থিত হইলে ক্রোক করণের খরচার বিষয়ে আদালত যেরূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপ হুকুম দিবেন। সাক্ষী উপস্থিত হইয়া যদি সমন জারী না হইবার অভিপ্রায়ে সে পলায়ন করে নাই কি রূপোশ হয় নাই কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে ইশ্‌তিহারনামার এত্তেলা পায় নাই এই বিষয় আদালতের হৃদ্বোধ করাইতে না পারে তবে আদালত স্বীয় বিবেচনামতে ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ জব্দ হইবার এবং ঐ কসুর কি পলায়ন কি দেখা না দেওনের দ্বারা যে সকল খরচা হইয়াছে তাহা পোষাইবার নিমিত্তে নীলাম হইবার হুকুম করিতে পারেন এবং মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ও সাক্ষির আহওয়াল দৃষ্টে ঐ আদালত যে জরীমানা উচিত বোধ করেন সেই জরীমানার হুকুম করিতে পারেন কিন্তু সেই জরীমানা মোকদ্দমায় বিরোধীয় সম্পত্তির মূল্যের অধিক হইবেক না অথবা আদালত হুকুম করিতে পারেন যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের খরচ ও জরীমানা দেওয়া গেলে ঐ সম্পত্তি ক্রোক হইতে খালাস করা যায়।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। এই আইনের ২৭ ধারাক্রমে ক্রোক ও নীলামের হুকুমের উপর যে প্রকারে ও যে মিয়াদের মধ্যে আপীল হইতে পারে সেই প্রকারে ও সেই মিয়াদের মধ্যে এই ধারামতে করা হুকুমের উপর আপীল হইতে পারিবেক ইতি।

২৯ ধারা। এই আইনানুসারে জরীমানার কি জরীমানা উস্কুলের কিম্বা কয়েদ করণের বিষয়ে যে সকল হুকুম হয় তাহার উপর ও ঐ হুকুমের তারিখের পর এক মাসের মধ্যে সেই প্রকার আপীল হইতে পারে ইতি।

৩০ ধারা। কোন দলীল উপস্থিত না হওয়াপ্রযুক্ত অথবা যে সাক্ষি হাজির হইতে কসুর করে কি অস্বীকার করে বা পলায়ন করে কিম্বা দেখা না দেয় অথবা যাহার উপর সমন জারী হইতে না পারে তাহার সাক্ষ্যের জন্যে আদালত মোকদ্দমার সমস্ত বৃত্তান্ত বিবেচনা করিয়া যত কাল বিলম্ব করা উপযুক্ত বোধ করেন তাহার অধিক কাল পর্য্যন্ত ঐ মোকদ্দমা শুনিতে কি নিষ্পত্তি করিতে বিলম্ব করণের তাঁহার আবশ্যক হইবেক না। পরন্তু জানা কর্ত্তব্য যে সাক্ষ্য দেওনার্থে কি কোন দলীল উপস্থিত করণার্থে মোকদ্দমার ফরিয়াদীর কি আপেলাণ্টের হাজির হইবার জন্যে যখন সমন জারী হইয়াছে তখন আদালত আসামীর কি রেস্পাণ্ডেণ্টের প্রার্থনামতে যাবৎ ফরিয়াদীর কি আপেলাণ্টের উপর সমন জারী হইতে না পারে অথবা যাবৎ সে হাজির হইয়া সাক্ষ্য না দেয় কি যে দলীল উপস্থিত করিবার বিষয়ে প্রার্থনা হয় তাহা উপস্থিত না করে তাবৎ মোকদ্দমা শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে বিলম্ব করিবেন। কিন্তু যদি বিলম্ব না করণের বিশিষ্ট হেতু থাকে তবে করিবেন

না। এবং যখন আসামীর কি রেস্পাণ্ডেন্টের সাক্ষ্য দেওনার্থে কি দলীল উপস্থিত করণার্থে হাজির হইবার সমন জারী হইয়াছে তখন ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের দরখাস্তমতে যাবৎ আসামী কি রেস্পাণ্ডেন্টের উপর সমন জারী হইতে না পারে কিম্বা যাবৎ সে হাজির হইয়া সাক্ষ্য না দেয় কিম্বা যে দলীল উপস্থিত করিবার প্রার্থনা হয় তাহা উপস্থিত না করে তাবৎ ঐ প্রকারে মোকদ্দমার শুনানি ও নিষ্পত্তি করণের বিলম্ব হইবেক কিন্তু যদি বিলম্ব না করণের বিশিষ্ট হেতু থাকে তবে বিলম্ব হইবেক না ইতি।

৩১ ধারা। শুনিবার নিরূপিত দিবসে যে সাক্ষিরা হাজির থাকে তাহারদের সাক্ষ্য খোলা কাছারীতে জজের হজুরে ও কর্ণগোচরে এবং তাঁহার নিজ আজ্ঞাধীনে ও তত্ত্বাধীনে জোবানীতে লওয়া যাইবেক। এমত জোবানবন্দী লওন সময়েতে প্রত্যেক সাক্ষির জোবানবন্দী জজের দ্বারা কি তাঁহার সম্মুখে ও তত্ত্বাধীনে লিখিয়া লওয়া যাইবেক এবং তাহা সামান্যতঃ প্রশ্নোত্তরের ন্যায় লেখা যাইবেক না কিন্তু বিবরণের পাঠে লেখা যাইবেক এবং সমাপ্ত হইলে পর সাক্ষির নিকটে পাঠ করা যাইবেক এবং জজের ও মোকদ্দমার উভয় পক্ষের কি তাহারদের উকীলদিগের অথবা তাহারদের যে কেহ হাজির থাকিতে চাহে তাহারদের সম্মুখে সাক্ষী ঐ জোবানবন্দীতে দস্তখৎ করিবেক। যদি সাক্ষী ঐ জোবানবন্দীতে দস্তখৎ করিতে অস্বীকার করে তবে জজ তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং সাক্ষী যদি দস্তখৎ না করণের কোন হেতু দিয়াছে তবে তাহাও লিখিবেন এবং জজ তদ্বিষয়ে যে মন্তব্য কথা উচিত বোধ করেন তাহাও লিখিবেন। যদি কোন বিশেষ জিজ্ঞাসা ও উত্তর লিখিবার কোন বিশেষ কারণ দৃষ্ট হয় অথবা যদি বাদী কি প্রতিবাদী কিম্বা তাহার উকীল তাহা চাহেন তবে জজ আপনার বিবেচনামতে ঐ বিশেষ জিজ্ঞাসা ও উত্তর লিখিবেন কি লিখিতে হুকুম দিবেন। সাক্ষিকে যে সওয়াল করা যায় এমত কোন সওয়ালের বিষয়ে যদি বাদী কি প্রতিবাদী কি তাহারদের উকীলেরা আপত্তি করেন এবং আদালত ঐ সওয়াল করিতে অনুমতি দেন তবে ঐ সওয়াল ও জওয়াব লেখা যাইবেক এবং জোবানবন্দী লিখিবার সময়ে সেই আপত্তি এবং যে ব্যক্তি তাহা করে তাহার নাম লেখা যাইবেক এবং ঐ আপত্তির বিষয়ে আদালতের নিষ্পত্তিও লেখা যাইবেক। আরো জোবানবন্দী লওনের সময়ে কোন সাক্ষির ভাবের বিষয়ে জজ যে কোন মন্তব্য কথা লেখা প্রয়োজনীয় বোধ করেন তাহাও লিখিবেন ইতি।

৩২ ধারা। যে স্থলে কোন স্ত্রীগণের সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয় এবং দেশের চলনমতে তাহারদিগকে সাক্ষিস্বরূপ আদালতে বলপূর্ব্বক উপস্থিতকরা কর্ত্তব্য না হয় এবং যে স্থলে আদালত বোধ করেন যে যথার্থ বিচারের নিমিত্তে কমিসান দেওয়া আবশ্যক ও উচিত সেই স্থলে ঐ আদালত দেশের চলন

ও ব্যবহারের প্রতি মনোযোগ করিয়া যে প্রকার হুকুম করেন সেই প্রকারে মোকদ্দমার উভয় পক্ষের কি তাহারদের উকীলেরদের কর্ণগোচরে ঐ স্ত্রীগণের জোবানবন্দী লইবার নিমিত্তে আদালতের কোন আমলাকে অথবা অন্য ব্যক্তিকে কমিস্যন দিতে পারেন। যাঁহাকে কমিস্যন দেন তাঁহার নাম তাহাতে লেখা থাকিবেক। এবং মোকদ্দমার উভয় পক্ষ অথবা তাহারদের উকীলদিগকে বিপরীত জিজ্ঞাসাবাদ করিবার অনুমতি হইবেক এবং ১৮৪১ সালের ৭ আইনের ৫ ধারাতে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

৩৩ ধারা। বিচারের নির্দ্দিষ্ট দিবসে কি তাহার পূর্ব্বে কোন প্রচুর কারণ ক্রমে অর্থাৎ আবশ্যক কোন সাক্ষির অগত্যা গরহাজির হওনপ্রযুক্ত অথবা অন্য কোন বিশিষ্ট হেতুতে আদালত বাদির কি প্রতিবাদির দরখাস্তমতে মোকদ্দমা শুনিবার নিমিত্তে অন্য কোন দিবস নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন কিন্তু বিলম্বপ্রভৃতি হওয়াতে বিপক্ষপক্ষের যে খরচ হইতে পারে তাহা তাহাকে দেওনের বিষয়ে যেং নিয়ম আদালত উচিত বোধ করেন তাহাই করিবেন এমত স্থলে যদি সময় থাকে এবং জজ হুকুম করেন তবে প্রত্যেক সাক্ষিকে এই মর্ম্মের লিখিত এত্তেলা দেওয়া যাইবেক যে তাহারদের সমনে যে দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহার পরিবর্ত্তে অন্য যে দিন নিরূপণ হইয়াছে সেই দিনে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দেয় কি দলীল উপস্থিত করে। সমন যে প্রকারে জারী হয় ঐ এত্তেলাও সেইপ্রকারে জারী হইবেক। ঐ নির্দ্দিষ্ট দিবসের পরিবর্ত্তে অন্য যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিন সাক্ষ্য দেওনার্থে কি দলীল উপস্থিত করণার্থে আদালতে হাজির হইবার জন্যে সমনে প্রথমে লেখা গেলে যেপ্রকার ফল হইত ঐ এত্তেলা জারীরও সেইপ্রকার ফল হইবেক এবং সাক্ষ্য দেওনের কি দলীল উপস্থিত করণের সমনের বিষয়ি এই আইনের সকল বিধানের মধ্যে ঐ এত্তেলা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলে তদ্বিষয়ে যে প্রকারে ঐ বিধান খাটিত সেইপ্রকারে সেই সকল বিধান ঐ এত্তেলার বিষয়েও খাটিবেক। যদি ঐ দরখাস্ত অতিগৌণে হওয়াপ্রযুক্ত ঐ প্রকার এত্তেলা জারী হইতে নাপারে তবে আদালত হুকুম করিতে পারেন যে ঐ সমনঅনুসারে যে কোন সাক্ষী উপস্থিত থাকে কি হাজির হয় তাহারদের জোবানবন্দী লওয়া যায় এবং ঐ সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওনের পর মোকদ্দমার দ্বিতীয়বার শুননির বিলম্ব হয় ইতি।

৩৪ ধারা। যদি পূর্ব্বোক্তমতে শুননির বিলম্ব না হয় তবে নিরূপিত দিবসে, অথবা আদালতের সম্মুখে উপস্থিতথাকা অন্য যে কার্য্য প্রথমে নির্ব্বাহ করা আবশ্যক তাহা করিলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র, মোকদ্দমার শুননি আরম্ভ হইবেক এবং পূর্ব্বোক্ত বিধির অনুসারে কোন

মোকদ্দমার বিচারে সাক্ষ্য লিখিবার কার্য্য আরম্ভ হইলে যাবৎ হাজিরথাকা সকল সাক্ষির জোবানবন্দী না লওয়া গিয়াছে তাবৎ ঐ সাক্ষ্য লেখার কর্ম্ম সেই দিনে এবং তৎপরং কাছারীর দিনে অনবরত চলিবেক কিন্তু তাহা না করিবার বিশিষ্ট ও মাতবর কারণ থাকিলে চলিবেক না এবং ঐ কারণ লেখা যাইবেক। তৎপরে বৃত্তান্ত এবং আইন ঘটিত ইস্যুসম্পর্কে মোকদ্দমার দোষ গুণ বিষয়ে বাদি প্রতিবাদিরদের কি তাহাবদের মধ্যে যে কেহ চাহে তাহারদের নিজের কিম্বা তাহাবদের উকীলেরদের জোবানী কথা শুনা যাইবেক এবং উত্তর প্রত্যুত্তর ও সাক্ষ্য বিবেচনা করিলে পর জজ ১৮৪৩ সালের ১২ আইনানুসারে আপনার ডিক্রী লিখিবেন ইতি।

৩৫ ধারা। সকল সাক্ষির জোবানবন্দী শুনা গেলে পর এবং উকীলেরদের কথা শুনিবার পূর্ব্বে ও ডিক্রী লিখিবার পূর্ব্বে যদি আদালত বোধ করেন যে যথার্থ বিচারের নিমিত্তে কোন দলীল তদারক করা অথবা মোকদ্দমার কোন বাদি কি প্রতিবাদির কিম্বা অন্য যে কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজনীয় বোধ হয় তাহার জোবানবন্দী লওয়া আবশ্যক, তবে আদালত আপনার ইচ্ছামতে কোন দিন নিরূপণ করিয়া সেই দিনে ঐ বাদি কি প্রতিবাদির কিম্বা অন্য ব্যক্তির নামে সাক্ষ্য দেওনার্থে কিম্বা ঐ দলীল যদি তাহার দখলে থাকে তবে তাহা উপস্থিত করণার্থে সাক্ষিস্বরূপ হাজির হইবার সমন জারী করিতে পারেন। এবং খোলা কাছারীতে সাক্ষির জোবানবন্দী যেমন লওয়া যায় তেমনি, অথবা অন্য যে কোন প্রকারে আদালত হুকুম করেন সেইপ্রকারে, যে কোন জিজ্ঞাসার উত্তর ঐ বাদিপ্রতিবাদি অথবা সাক্ষির দেওন আবশ্যক হইতে পারে ও যে জিজ্ঞাসা আদালত আবশ্যক বোধ করেন সেই জিজ্ঞাসার বিষয়ে তাহার জোবানবন্দী লইতে পারেন এবং ঐ সমনের নির্দ্দিষ্ট যে কোন দলীল এমত কোন ব্যক্তির দখলে কি এখতিয়ারে আছে এবং উপস্থিত করাণ যাইতে পারে তাহা তাহাকে দাখিল করাইতে পারেন। এই প্রকারে যে কোন সাক্ষিকে তলব করা যায় তাহাকে বাদী কি প্রতিবাদী কিম্বা তাহার উকীল বিপরীত জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন। এমত ব্যক্তি মোকদ্দমাতে লিপ্ত হউক কি না হউক সে যদি স্ত্রী হয় এবং দেশের চলনমতে তাহাকে সাক্ষিস্বরূপ আদালতে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করা কর্ত্তব্য না হয় তবে আদালত যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে হুকুম করেন সেই বিষয়ে এই আইনের ৩২ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে তাহার জোবানবন্দী লইতে হুকুম করিতে পারেন এমত স্থলে যে কমিসানর কিম্বা অন্য যে কোন ব্যক্তি ঐ জোবানবন্দী লইতে ক্ষমতা পান তিনি আপনার বিবেচনামতে অন্য যে কোন জিজ্ঞাসা আবশ্যক জ্ঞান করেন, অথবা আদালতের হুকুমমতে যে জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া যায় সেই উত্তরহইতে অন্য যে জিজ্ঞাসা উত্থিত হয়, তাহা করিতে পারেন ইতি।

৩৬ ধারা। জজ কোন সাক্ষির জোবানবন্দী লওনের পূর্ব্বে কি লওনের সময়ে আদালতে এমত প্রকাশিত এত্তেলা দিতে পারেন যে ঐ মোকদ্দমাতে লিপ্ত হউক কি না হউক অন্য যে সকল বা কোন সাক্ষিকে তলব করা গিয়াছে কি যাহারদের নাম সাক্ষিদিগের ইসমনবীসীতে লেখা গিয়াছে তাহারা আদালতের বাহিরে যায় এবং অন্য হুকুম না পাওনপর্য্যন্ত আদালতের বাহিরে থাকে। মোকদ্দমাতে যে কোন সাক্ষী ঐপ্রকার এত্তেলার বিপরীতে ন্যায্য ওজর বিনা আদালতের ভিতরে থাকে কি আইসে সে সাক্ষী খোলা কাছারীতে আদালতের অবজ্ঞার নিমিত্তে যে প্রকার দণ্ড পাইতে পারিত সেই প্রকার দণ্ডের যোগ্য হইবেক যখন এই প্রকার এত্তেলা দেওয়া যায় তখন ঐ এত্তেলা না মানিলে যে দণ্ড হইবেক তাহা এত্তেলা দেওনের সময়ে প্রকাশ রূপে ব্যক্ত করা যাইবেক ইতি।

৩৭ ধারা। কোন মোকদ্দমা বা আপীল কি কার্য্যে লিপ্ত যেকোন ব্যক্তি সেই মোকদ্দমাপ্রভৃতিতে সাক্ষিস্বরূপ জোবানবন্দী দেয় সেই ব্যক্তি এই আইনের দ্বারা অন্যরূপ বিধান না হইলে, যে সাক্ষিবা মোকদ্দমাতে লিপ্ত নহে তাহারদের জোবানবন্দী লইবার বিষয়ে যে সময়ে যে বিধি চলন থাকে সেই বিধির অনুসারে জোবানবন্দী দিবেক এবং যদি কোন মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে মোকদ্দমাতে লিপ্ত না হইলে তাহার যেপ্রকার দণ্ড হইত সেইপ্রকার দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

৩৮ ধারা। ১৮৪১ সালের ৭ আইনের মধ্যে "সাক্ষী" ও "সাক্ষিরা" এইং শব্দেতে মোকদ্দমাতে লিপ্ত কোন ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিরদিগকেও বুঝাইবেক এবং ঐ আইনেতে "সাক্ষী" কিম্বা "সাক্ষিরা" এই২ শব্দের পরে ক্রমশঃ "অথবা মোকদ্দমাতে লিপ্ত ব্যক্তি" "অথবা মোকদ্দমাতে লিপ্ত ব্যক্তিরা" এইং শব্দ ব্যবহার হইলে যেরূপে ঐ আইন পাঠ হইত সেইরূপে পাঠ করিতে হইবেক। পরন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারার বিধানমতে কোন বাদি কি প্রতিবাদির যে জোবানবন্দী তাহার বিপক্ষপক্ষ ব্যক্তির প্রার্থনামতে লওয়া যায় তাহা ঐ আইনের ৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রমাণবিনা ঐ বিপক্ষপক্ষের দ্বারা কি তাহার তরফে সাক্ষ্যস্বরূপ পাঠ করা যাইতে পারিবেক। আরো জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারার বিধানমতে কোন বাদি কি প্রতিবাদির যে জোবানবন্দী লওয়া যায় তাহা যদি তাহার বিপক্ষ পক্ষের প্রার্থনামতে না লওয়া যায় ও পাঠ না করা যায় অথবা যদি এইমত প্রমাণ না হয় যে জোবানবন্দীদেওনিয়া ব্যক্তি পীড়া কি দৌর্ব্বল্য হেতুক স্বয়ং হাজির হইয়া জোবানবন্দী দিতে পারে না অথবা কারসাজী কিম্বা ঐ মোকদ্দমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক বিনা আদালতহইতে এমত দূরে আছে যে আদালতের বিবেচনামতে ঐ সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে তাহার স্বয়ং আদালতে হাজির হইবার হুকুমকরা অসঙ্গত তবে কোন বাদি

কি প্রতিবাদির ঐ জোবানবন্দী পাঠ করা যাইবেক না অথবা সাক্ষ্যস্বরূপ ব্যবহার হইবেক না। যদি ঐ জোবানবন্দীদেওনিয়া ব্যক্তি-শেষোক্ত মতে আদালতহইতে অতিদূরে থাকে তবে আদালত মোকদ্দমার এবং যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহার ভাবের বিষয়ে মনোযোগ করিয়া আপনার বিবেচনামতে ঐ জোবানবন্দী পাঠ করিবার অনুমতি দিতে পারেন বা না পারেন ইতি।

৩৯ ধারা। মোকদ্দমাতে লিপ্ত কোন ব্যক্তির নামে সমন করিবার কি তাহার জোবানবন্দী লইবার বিষয়ে অথবা এই আইনের ৩৮ ধারামতে জোবানবন্দী পাঠ করিবার অনুমতি দেওন বিষয়ে জজের যে কোন হুকুম কি নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর কোন আপীল হইবেক না ইতি।

৪০ ধারা। যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কোন মোকদ্দমাতে লিপ্ত কোন ব্যক্তি কোন সওয়াল জওবাব কি কৈফিয়তের মধ্যে আপনার দখলে কি এখতিয়ারে থাকা কোন দলীলের বিষয়ে আপনার দাওয়ার কিম্বা আপন জওয়াবের পোষকতার্থে গুরুতর প্রমাণ কি দলীল বলিয়া উল্লেখ করে তবে ঐ সওয়াল জওয়াব ও কৈফিয়তের সঙ্গে ঐ দলীলও দাখিল করিবেক, কিন্তু যদি আদালত বিশিষ্ট ও মাতবর হেতুতে ঐ দলীল দাখিল করিবার সময় বৃদ্ধি করেন তবে করিবেক না, এবং তাহার বিপক্ষ কোন ব্যক্তির এমত অধিকার থাকিবেক যে আপনি কি উকীলের দ্বারা ঐ দলীল দৃষ্টি করে ও তাহার নকল লয় ইতি।

৪১ ধারা। এই আইনের অর্থ করণেতে "আদালত" এই শব্দেতে কোম্পানি বাহাদুরের কোন দেওয়ানী আদালতকে বুঝাইবেক এবং তাহার মধ্যে কোন জজ কিম্বা এই আইনের ২ ধারার লিখিত অন্য কোন কার্য্যকারক কি ব্যক্তি গণ্য হইবেন। "জজ" এই শব্দেতে উক্ত প্রকার কোন আদালতে কর্ত্তৃত্বকারি কোন প্রধান বিচারকর্ত্তাকে বুঝাইবেক এবং তাহার মধ্যে যে কোন কার্য্য কারক কি ব্যক্তি আইনের দ্বারা কি বাদিপ্রতিবাদির সম্মতিক্রমে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে এবং বিচারকের কার্য্য করিতে ক্ষমতা পান তাঁহাকেও গণ্য করা যাইবেক। "মোকদ্দমা" এই শব্দেতে ২ ধারার লিখিত কোন মোকদ্দমা কি আপীল কিম্বা কার্য্য বুঝাইবেক। "সাক্ষী" এই শব্দের অর্থের মধ্যে কোন মোকদ্দমাতে কি বিষয়ে লিপ্ত হইলে কি না হইলে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে পারে ও দিবার যোগ্য হয় তাহারদিগকে বুঝাইবেক পুংলিঙ্গ কি এক বচনের শব্দেতে স্ত্রীলিঙ্গ কি বহুবচনের শব্দও গণ্য হইবেক এবং স্ত্রীলিঙ্গ কি বহুবচনের শব্দেতে পুংলিঙ্গ কি এক বচনের শব্দও গণ্য হইবেক। কিন্তু যদি স্পষ্টরূপ অন্য প্রকার অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অথবা যদি কথার ভাব কি পূর্ব্বাপর কথা দেখিয়া ঐরূপ অর্থকরা অসঙ্গত হয় কি ঐরূপ অর্থ বিষয়ের প্রতি খাটিতে না পারে তবে ঐ অর্থ করিতে হইবেক না ইতি।

৪২ ধারা। এই আইন কেবল দেওয়ানীর কার্য্যের বিষযে এবং বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম্ র্‌এধানাতে খাটিবেক এবং তাহার মধ্যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন সুপ্রিম কোর্ট গণ্য হইবেক না ইতি।

৪৩ ধারা। এই আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ ধারার বিধান চাটির্গা কি ছিলট জিলাতে খাটিবেক না ইতি।

৪৪ ধারা। এই আইন ১৮৫৪ সালের ১ জানুআরি তারিখঅবধি চলন হইবেক ইতি।

জর্জ্জ প্লৌডন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।
JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator*

ইংরেজী ১৮৫৩ শাল। ৮ ডিসেম্বর।

ইংরেজী ১৮৫৩ শালের ২০ আইন।

কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের মধ্যে উকীলেরদের বিষয়িআইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরেব আদালতের মধ্যে উকীলেরদের বিষয়ি আইন সংশোধন করা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা। বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালেব ২৭ আইনের ১৬ ধাবা এবং মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮১৬ সালের ১৪ আইনের ১৬ ধারা ইহার দ্বারা রদ হইল ইতি।

২ ধারা। কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে দেওয়ানী কার্য্য নির্ব্বাহের জন্যে নিরুপিত কোন দিনে, কোন উকীল হাজির হইতে, কিম্বা হাজির হইতে না পারিলে ঐ আদালতে তাহার সম্বাদ দিতে বদ্ধ হইবেন না, কোন আইনের কথা ইহার বিপরীত থাকিলেও নয। কিন্তু তিনি যদি কোন মোকদ্দমায় কি কার্য্যেতে নিযুক্ত হন এবং তাহা সেই দিনে আদালতের দস্তুরমতে ঐ আদালতে শুনা যাইবেক কি নির্ব্বাহ হইবেক তবে তাঁহার হাজির থাকিতে হইবেক কিম্বা হাজির হইতে না পারিলে তাহার সম্বাদ দিতে হইবেক ইতি।

৩ ধারা। ভারতবর্ষে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন সুপ্রিম কোর্টের ফর্দ্দের লিখিত প্রত্যেক উকীল কোম্পানি বাহাদুরের কোন সদর আদালতে উক্ত প্রকার উকীলস্বরুপ সওয়ালজওয়াব করিবার অধিকার রাখিবেন। পরন্তু আদালতে যে ভাষা কহিতে হইবেক তাহার বিষয়ে, কিম্বা অন্য কোন বিষয়ে উক্ত সদর আদালতে সওয়ালজওয়াব করণিয়া কৌন্সেলী সাহেবেরদের প্রতি

যে সময়ে চলিত যে বিধি খাটে ঐ উকীল সাহেবেরা সেই সময়ে সেই সমস্ত বিধির অধীন কার্য্য করিবেন ইতি।

৪ ধারা। ১৮৪৬ সালের ১ আইনের ৪ ধারার যে অংশেতে বিধান হইয়াছে যে সদর আদালতের নির্দ্দিষ্ট মতে যে ব্যক্তি এরূপের সর্টিফিকট না পাইয়া থাকেন যে তিনি সদাচারি ব্যক্তি এবং ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে উপযুক্ত মতে যোগ্য আছেন এমত কোন ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে ওকালতী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না, সেই অংশ উক্ত কোন সুপ্রিম কোর্টের কৌন্সেলী সাহেবেরদের কি উকীলেরদের প্রতি খাটিবেক না কিন্তু এমত প্রত্যেক কৌন্সেলী ও উকীল সদর আদালতের অধীন কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে কৌন্সেলী কি উকীলস্বরূপ সওয়ালজওয়াব করিতে অধিকার রাখিবেন। পরন্তু আদালতে যে ভাষা কহিতে হইবেক তাহার বিষয়ে অথবা তাহাতে সওয়ালজওয়াব করণ সম্পর্কে অন্য কোন বিষয়ে যে সকল চলিত বিধি ঐ২ অধীন আদালতের উকীলেরদের বিষয়ে খাটে সেই সকল বিধির অধীনে তাঁহারা সওয়ালজওয়াব করিবেন ইতি।

জর্জ প্লৌডন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।
JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

ইংরেজী ১৮৫৩ শাল। ৮ ডিসেম্বর।

নীচের লিখিত আইন অদ্য লেজিসলেটিব কৌন্সেলের সম্মুখে অর্পণ হয়। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইচ্ছা করেন যে এই আইন অবিলম্বে জারী হয় অতএব তিনি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে।

যে বিধানে হুকুম আছে যে কোন আইনের মুসাবিদা যে দিবসে লেজিস লেটিব ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের সম্মুখে অর্পণ হয় সেই দিবসের পর অন্যূন এক সপ্তাহ অতীত না হইলে ঐ মুসাবিদা প্রকাশ করিবার হুকুম করা যাইবেক না সেই বিধান এবং যে২ বিধানে হুকুম আছে যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সকল আক্ট প্রথমবার পাঠ করণের তারিখের দুই মাস কিম্বা তিন মাস পরে দ্বিতীয় বার পাঠ করিবার নিমিত্তে উপস্থিত করা যাইবেক সেই বিধান নীচের লিখিত প্রস্তাবিত আইনের বিষয়ে স্থগিত হয় এবং তাহা একেবারে আইন স্বরূপ জারী হয়।

ইংরেজী ১৮৫৩ শালের ২১ আইন।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের ভারতবর্ষের কৌন্সেলে অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোন২ ক্ষমতার কার্য্য করণের বিধানের আইন।

যেহেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্তঃপাতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লইয়া পিশ্চম দেশে ও পূর্ব্ব দিগের অন্য অন্য প্রদেশে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের গমন উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিত মতে হুকুম হইল।

১ ধারা। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলে অনুপস্থানপর্য্যন্ত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের নির্দ্ধারণক্রমে তাঁহার অনুপস্থান পর্য্যন্ত যে২ ক্ষমতানুসারে হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রেসীডেন্ট সাহেব কার্য্য করিতে পারেন সেই ক্ষমতাভিন্ন এবং আইন করণের ক্ষমতা ভিন্ন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে যে২ ক্ষমতা আছে সেই২ ক্ষমতানুসারে তিনি একাকী কার্য্য করিতে পারেন।

২ ধারা। যে তারিখে কলিকাতা গেজেটের প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা এমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্তে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তারিখঅবধি এই আইন প্রবল হইবেক এবং এই আইন জারী হওনের পর অবধি দুই মাসের অধিক কাল পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবেক না।

জর্জ প্লৌডন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

হাতেমের উপাখ্যান।

ইয়মনশহর নিবাসি তয় বাদশাহের পুত্র হাতেমের উপাখ্যান নামক আশ্চর্য্য কাহিনীর প্রসিদ্ধ পুস্তক যাহা পারস্যভাষায় রচিত আছে এবং যাহা ১২৩৪ সালে শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন সাধু বঙ্গীয়ভাষায় পদ্য ছন্দে অনুবাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, কুচিৎ প্রাপ্তি হইলেও রচনার দোষ জন্য সুপাঠ্য নহে, উক্ত গ্রন্থ কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত কর্ত্তৃক গৌড়ীয় সুললিত ভাষায় পয়ারাদি নানা ছন্দে খণ্ডরূপে রচিত হইতেছে, এ যন্ত্রে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবেক, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হয় অগ্রে জ্ঞাপন করিলে প্রতি পুস্তক ১।।০ টাকা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। প্রস্তুত হলে গ্রহণ করিলে মূল্য ২ টাকা হইবেক।

বেদান্ত সার।

তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদক সটীক সংস্কৃত উক্ত গ্রন্থ বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সম্বলিত ৩০০ পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়া এ যন্ত্রে বিক্রয়ার্থ আছে মূল্য ১ টাকা।

সংস্কৃত ইংরাজী ব্যাকরণ।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত উইলকিন্স সাহেব কর্ত্তৃক বিস্তীর্ণরূপে ইংরাজীতে অনুবাদিত সংস্কৃত ব্যাকরণ যাহা বিলাতে উত্তমরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা এ যন্ত্রে বিক্রয়ার্থ আছে মূল্য ১৩ টাকা।

কাল দর্শক যন্ত্রী।

একটী টিন নির্ম্মিত আধার মধ্যে কতক গুলিন মুদ্রিত কাগজ আছে তাহাতে বাঙ্গালা বৃহদ অক্ষরে ও অঙ্কে ১২৩০ অবধি ১২৩৩ পর্য্যন্তের সন মাস বার ও দিবস দিনা রাত্রি সর্ব্বক্ষণ দর্শন হয়, মূল্য ।।০ আনা।

দৈত্যের যন্ত্র।

পারস্যভাষায় রচিত পরি ও দৈত্যের আশ্চর্য্য ইতিহাস যাহা ভাবের মাধুর্য্য জন্য ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া তদ্দেশীয় লোকের মনোরম্য হইয়াছে তাহা উত্তম বঙ্গ ভাষায় রচিত হইয়া মুদ্রাঙ্কন করিবার উদ্যোগ হইতেছে ২।৩ খণ্ডে প্রকাশ পাইবেক, প্রত্যেক খণ্ডে ৩০০ পৃষ্ঠ থাকিবেক মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ১ টাকা বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ১।।০ টাকা।

শব্দ কল্পদ্রুম।

বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কর্ত্তৃক ৭ খণ্ডে প্রকাশিত উক্ত অদ্বিতীয় অভিধান এ যন্ত্রে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য ৮০ টাকা।

ডাং কেরিকৃত ডিক্সনরি।

উক্ত মহাত্মার কৃত বাঙ্গালা শব্দের মূল ও অর্থ বোধক ইংরাজী ভাষাতে রচিত ৪ খণ্ডে প্রকাশিত ডিক্সনরি এ যন্ত্রে বিক্রয়ার্থ আছে মূল্য ৫০ টাকা।

সন্দেশাবলি।

স্বরূপচন্দ্র দাসের কৃত বঙ্গদেশের সমস্ত জিলার জল বায়ুর গতি ও নদ নদী মনুষ্য ইত্যাদির প্রয়োজনীয় বিবরণ ঘটিত পুস্তক এ যন্ত্রে বিক্রয় হইতেছে মূল্য ৩ টাকা।

হিতোপদেশ

বিষ্ণু শর্ম্মার কৃত হিতোপদেশের উত্তম ইংরাজী তর্জ্জমা যাহা স্যর উলিয়ম জোন্স সাহেব করেন তাহা উত্তমরূপে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া এযন্ত্রে বিক্রয় হইতেছে মূল্য ১ টাকা।

সংস্কৃত ও গৌড়ীয় ও ইংরাজী ভাষায় ঐ গ্রন্থ একত্রে মুদ্রিত, মূল্য ২ টাকা।

পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন

সটীক শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ।

বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক কি গৃহস্থ কি উদাসীন সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যই এ গ্রন্থানুসারে দৈব পৈত্র যাবতীয় ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহ করেন কিন্তু সটীক ও শুদ্ধ পুস্তক সর্ব্বত্র সুলভ নহে, এবং পরিমাণে বৃহৎ প্রযুক্ত লেখাওনে ৪০। ৫০ টাকা ব্যয় সাধ্য অতএব নানা সমাজ হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া বহুতর বিজ্ঞ পণ্ডিত দ্বারা শোধন পূর্ব্বক ৭১৭ পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়া এযন্ত্রে বিক্রয় হইতেছে, মূল্য ১০ টাকা।

ভাষা সপ্তকাণ্ড রামায়ণ।

মহামুনি বাল্মীকি কৃত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ যাহা কৃত্তিবাস পণ্ডিত কর্ত্তৃক ভাষা পদ্যে রচিত হইয়াছে, তাহা মূলের সহিত ঐক্য করিয়া শুদ্ধরূপে উত্তমাক্ষরে দেবতা ও রাক্ষসদিগের বহুতর প্রতিমূর্ত্তি সহিত পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, সম্পূর্ণ প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ২ মুদ্রা।

অদ্ভুত রামায়ণ।

মহর্ষি বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণ হইতে সুকবি শ্রীযুত বাবু হরিমোহন সেন কর্ত্তৃক ভাষা ছন্দে সংক্ষেপে প্রণীত রামলীলা এ যন্ত্রে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। পুস্তকের পরিমাণ ১১৮ পৃষ্ঠ মূল্য ।৹ আনা।

পারবীয়োপাখ্যান।

বিচিত্র উপন্যাস পূর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ যে এরেবিয়ান নাইট শ্রীযুত ফষ্টর সাহেব ইংরাজীতে রচনা করেন তাহা উত্তম সাধুভাষায় অনুবাদিত হইয়া এ যন্ত্রে মুদ্রিত প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে পরিমাণ ৩০৪ শত পৃষ্ঠ, তন্মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ১ টাকা, বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ১৷৹ টাকা।

শিবসঙ্কীর্ত্তন।

৺ যশোবন্ত সিংহের সভাসদ স্বর্গীয় রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের দ্বারা সুললিত অপূর্ব্ব ছন্দোবন্ধে রচিত শিব দুর্গার লীলা ও অন্যান্য বিষয় ঘটিত প্রসিদ্ধ পুস্তক এ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে, পরিমাণে ২০০ পৃষ্ঠ, মূল্য ১ টাকা।

শব্দাম্বুধি।

শব্দাম্বুধি নামে এক বিস্তীর্ণ অভিধান মধ্যে সাধুভাষা লিখনে চলিত হওনোপযোগী শব্দ সকল শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব কৃত শব্দকল্পদ্রুম এবং মৃত পাদরি কেরি, ও মর্টন, ৺ রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুত জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও স্কুলবুক সোসাইটি ও অন্যান্য সুধীগণ কৃত সমুদয় অভিধান হইতে বহু পরিশ্রমে সংগৃহীত ও ছয়শতাধিক পৃষ্ঠে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ২ টাকা ও বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ২।৹ টাকা

ইংরাজী বাঙ্গালা ডিক্‌স্যনরি।

ওয়েবষ্টর, জন্‌সন, ওয়াকর, টডঃ কেরি, মেন্দিস, মার্সমন ইত্যাদি সুধীগণের ডিক্‌সনরিতে যে সকল আবশ্যকীয় ইংরাজী শব্দ আছে প্রথমতঃ তাহার ইংরাজী অর্থ দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গলা ভাষায় অর্থ সংগ্রহ করিয়া এক ডিক্‌সনরি প্রস্তুত পূর্ব্বক এ যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত ও সাত শতাধিক পৃষ্ঠে সমাপ্ত করাগিয়াছে, মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি বাক্সাই সম্বলিত ৫ ও বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ৬ মুদ্রা।

সারসংগ্রহ।

যুবাগণকে ভাষা ও নীতি শিক্ষা দানের উপযুক্ত নানা পুস্তকের সার সংগ্রহ এযন্ত্রে বিক্রয় হইতেছে, মূল্য ১ টাকা।